দাদা ভগবান কথিত

ডা. নীরুবেন অমীন

Bengali

দাদা ভগবান কথিত

প্রেম

মূল গুজরাটি সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমীন

বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

Publisher : Shri Ajit C. Patel
Dada Bhagawan Vignan Foundation
1, Varun Apartment , 37, Shrimali Society,
Opp. Navrangpura Police Station,
Navrangpura, Ahmedabad: 380009.
Gujarat , India.
Tel.:` +91 79 3500 2100, +91 9328661166/77

প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ২০২৪, ৫০০ কপি
ভাব মূল্য : 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছুই জানি না' এই ভাব !
দ্রব্য মূল্য : ৫০ টাকা (Rs. 50)

মুদ্রক : অম্বা মাল্টীপ্রিন্ট
এইচ্. বী. কাপড়িয়া নিউ হাইস্কুলের সামনে,
ছত্রাল-প্রতাপপুরা রোড, ছত্রাল,
তা. কলোল, জি. গান্ধীনগর -৩৮২৭২৯
Gujarat, India.
ফোন : +91 79 3500 2142

ISBN/eISBN : 978-93-91375-93-5

Printed in India

ত্রিমন্ত্র

নমো অরিহন্তাণম্

নমো সিদ্ধাণম্

নমো আয়রিয়াণম্

নমো উবজ্ঝায়াণম্

নমো লোয়ে সব্বসাহূণম্

এ্যাসো পঞ্চ নমুক্কারো ;

সব্ব পাবপ্পনাশণো

মঙ্গলাণম্ চ সব্বেসিম্ ;

পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ॥ ১ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ২ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

জয় সচ্চিদানন্দ
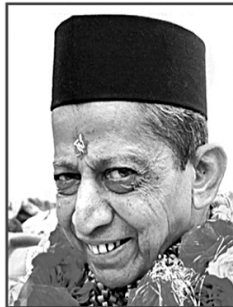
দাদা ভগবান কে ?

১৯৫৮ সালের জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬ টার সময়, ভিড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলস্টেশনের প্লেটফর্ম নম্বর ৩ এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহ মন্দিরে প্রাকৃতিকভাবে, অক্রমরূপে, অনেক জন্ম ধরে ব্যক্ত হবার জন্য আতুর 'দাদা ভগবান' পূর্ণ রূপে প্রকট হলেন। আর প্রকৃতি সৃজন করলেন অধ্যাত্মের এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য ! এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হয় ! 'আমি কে ? ভগবান কে ? জগত কে চালায় ? কর্ম কি ? মুক্তি কি ?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সম্পূর্ণ রহস্য প্রকট হয়। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বের সন্মুখে এক অদ্বিতীয় পূর্ণ দর্শন প্রস্তুত করলেন আর তার মাধ্যম হলেন শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, গুজরাটের চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরণ গ্রামের পাটিদার, যিনি কন্ট্রাকটরী ব্যবসা করেও সম্পূর্ণ বীতরাগী পুরুষ !

ওনার যা প্রাপ্ত হয়েছিল, সেভাবে কেবল দুই ঘন্টাতেই অন্য মুমুক্ষু জনকেও আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন, ওনার অদ্ভুত সিদ্ধজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা। একে অক্রমমার্গ বলা হয়। অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের, ক্রম অর্থাৎ সিঁড়ির পর সিঁড়ি, ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফ্ট মার্গ, শর্ট কাট !

উনি স্বয়ংই সবাইকে 'দাদা ভগবান কে ?' এই রহস্য জানিয়ে বলতেন "যাকে আপনারা দেখছেন সে দাদা ভগবান নয়, সে তো 'এ. এম. প্যাটেল'। আমি জ্ঞানী পুরুষ আর ভিতরে যিনি প্রকট হয়েছেন তিনিই 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। উনি আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যে আছেন। আপনার মধ্যে অব্যক্ত রূপে আছেন আর 'এখানে' আমার ভিতরে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয়ে গেছেন। দাদা ভগবানকে আমিও নমস্কার করি।"

'ব্যবসাতে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্ম তে ব্যবসা নয়', এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারো কাছ থেকে কোন অর্থ নেন নি উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদেরকে তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিংক

"আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। তার পরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই ? পরের লোকেদের রাস্তার প্রয়োজন আছে কি না ?"

-দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রামে-গ্রামে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবেন অমীন (নীরুমা)-কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহবিলয়ের পর নীরুমা একই ভাবে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্তভাবে করাতেন। দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। নীরুমার উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমুক্ষুদের আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন যা নীরুমার দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমুক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব করে থাকেন।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী সিদ্ধ হবে, কিন্তু মোক্ষলাভ-এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য্য। অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে। যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে।

নিবেদন

জ্ঞানী পুরুষ পরমপূজ্য দাদা ভগবানের শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহার জ্ঞানের সম্বন্ধীয় যে বাণী নির্গত হয়েছিল, তা রেকর্ড করে সংকলন তথা সম্পাদনা করে পুস্তক রূপে প্রকাশিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপরে নির্গত সরস্বতীর অদ্‌ভুত সংকলন এই পুস্তকে হয়েছে, যা নব পাঠকদের জন্য বরদান রূপে সিদ্ধ হবে।

প্রস্তুত অনুবাদে এ বিশেষ ধ্যান রাখা হয়েছে যে পাঠকদের দাদাজীরই বাণী শুনছেন, এমন অনুভব হয়, যার জন্য হয়তো কোন জায়গায় অনুবাদের বাক্য রচনা বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু সেই স্থলে অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি করে পড়লে অধিক লাভ-দায়ক হবে।

প্রস্তুত পুস্তকে অনেক জায়গায় কোষ্টকে দেওয়া শব্দ বা বাক্য পরম পূজ্য দাদাশ্রী দ্বারা বলা বাক্যকে অধিক স্পষ্টতাপূর্বক বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে। যখন কি কোন জায়গায় ইংরেজি শব্দকে বাংলা অর্থ রূপে রাখা হয়েছে। দাদাশ্রীর শ্রীমুখ থেকে নির্গত কিছু গুজরাটি শব্দ যেমন তেমনই *ইটালিক্সে* রাখা হয়েছ, কারণ এই সব শব্দের জন্য বাংলায় এমন কোন শব্দ নেই, যে এর পূর্ণ অর্থ দিতে পারে। তবুও এইসব শব্দের সমানার্থী শব্দ অর্থ রূপে কোষ্ঠকে দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রূপে অনুবাদিত করার প্রযত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞানের সঠিক আশয়, যেমনকার তেমন, আপনাদের গুজরাটি ভাষাতেই অবগত হতে পারে। যিনি জ্ঞানের গভীরে যেতে চান, জ্ঞানের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান, সে এর জন্য গুজরাটি ভাষা শিখে নেবেন, এটাই আমাদের বিনম্র অনুরোধ।

অনুবাদ সম্পর্কিত ত্রুটির জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

সম্পাদকীয়

প্রেম শব্দ এত অধিক ওলট-পালট করা হয়েছে যে আমাদের ক্ষণেক্ষণে প্রশ্ন ওঠে যে একেই কি প্রেম বলা হয় ? প্রেম হয় সেখানে কি এমন হতে পারে ? সত্যি প্রেম কোথায় পাওয়া যাবে ? সাচ্চা প্রেম কাকে বলে ?

প্রেমের যথার্থ পরিভাষা তো প্রেম মূর্তি জ্ঞানী ই দেন । বাড়ে না, কমে না, ও আসল প্রেম । যা বেড়ে যায় আর কমে যায় ও প্রেম না, পরন্তু আসক্তি বলা হয় ! যেখানে কোন অপেক্ষা নেই, স্বার্থ নেই, ছল নেই অথবা দোষদৃষ্টি নেই, নিরন্তর এক সমান থাকে, ফুল অর্পণ করে সেখানে আবেগ না, গাল দেয় সেখানে অভাব না, এমন অসংকুচিত আর অপার প্রেম, সেটাই সাক্ষাৎ পরমাত্ম প্রেম ! এমন অনুপম প্রেমের দর্শন তো জ্ঞানী পুরুষে অথবা সম্পূর্ণ বীতরাগ ভগবানে হয় । .

মোহ কে ও আমাদের লোকেরা প্রেম মনে করে ! মোহে প্রতিদানের আশা হয় ! ও না মেলে তখন যে ভিতরে বিলাপ হয়, তার থেকে জানতে পারা যায় যে এ শুদ্ধ প্রেম ছিল না ! প্রেমে সিন্সিয়েরিটী হয়, সংকুচিততা হয় না । মায়ের প্রেম ব্যবহারে উচ্চ প্রকারের বলা হয়েছে । তবু ও সেখানে ও কোন কোনে অপেক্ষা আর অভাব আসে । মোহ হওয়ার কারণে আসক্তি ই বলা হয় !

ছেলে দ্বাদশ শ্রেনী তে নব্বই প্রতিশত মার্কস্ আনে তো মা-বাবা খুশী হয়ে পার্টী দেয় আর ছেলের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করে ক্লান্ত হয় না ! আর তাকে স্কুটার কিনে দেয় । সেই ছেলে চার দিন পরে ফের স্কুটারের দুর্ঘটনা করে আসে, স্কুটারের সর্বনাশ করে ফেলে তো সেই মা-বাবা ওকে কি বলে ? বিনা আক্কেলের, মূর্খ, এখন তুই কিছু পাবি না ! চার দিনে তো সার্টিফিকেট ফিরিয়ে নেয় ! প্রেম সব উড়ে গেছে! একে তো কি প্রেম বলা যায় ?

ব্যবহারে বালক, চাকর অথবা যে কেউ প্রেম দ্বারা ই বশ হতে পারে, অন্য সব হাতিয়ার বেকার সিদ্ধ হয় অন্তে তো !

এই কালে এমন প্রেমের দর্শন হাজারো লোকের পরমাত্ম প্রেম স্বরূপ শ্রী দাদা ভগবানে হয় । এক বার যে কেউ ওনার অভেদতার স্বাদ পেয়েছে, সে নিরন্তর তাঁহার নিদিধ্যাসনে নয়তো তাঁহার স্মরণে থাকে, সংসারের সমস্ত জঞ্জালে জড়িয়ে থাকার পরে ও !

হাজারো লোকের দাদাশ্রী বছরের পর বছর পর্যন্ত এক ক্ষণ ও বিস্মৃত হয় না, ও এই কালের মহান আশ্চর্য !! হাজারো লোক দাদাশ্রীর সৎসঙ্গে আসে, পরন্তু ওনার করুণা, ওনার প্রেম প্রত্যেকের উপরে বর্ষণ হওয়া সবাই অনুভব করেছেন ।

প্রত্যেকের এমন মনে হয় যে আমার উপরে অধিক কৃপা আছে, *রাজীপো* (গুরুজনের কৃপা আর প্রসন্নতা) আছে !

আর সম্পূর্ণ বীতরাগীর প্রেমের তো বিশ্বে কোন তুলনা ই মেলে না ! এক বার বীতরাগের, তাঁহার বীতরাগতার দর্শন হয়ে যায়, সেখানে স্বয়ং সারা জীবন সমর্পণ হয়ে যায় । সেই প্রেম কে এক ক্ষণ ও ভুলতে পারে না !

সামনের ব্যক্তি কি ভাবে আত্যন্তিক কল্যাণ পেতে পারে, নিরন্তর সেই লক্ষ্যের জন্য এই প্রেম, এই করুণা ফলিত হতে দেখা যায় । জগত দেখে নি, শোনে নি, বিশ্বাসে নেই, অনুভব করে নি, এমন পরমাত্ম প্রেম প্রত্যক্ষে প্রাপ্ত করতে হয় তো প্রেমস্বরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানীর ই আরাধনা করতে হবে । বাকী, ও শব্দে কি ভাবে সমাহিত হবে ?

-**ডা. নীরুবেন অমীনের জয় সচ্চিদানন্দ**

প্রেম

প্রেম, শব্দ অলৌকিক ভাষার !

প্রশ্নকর্তা : বাস্তবিকতায় প্রেম জিনিস কি ? আমি ও বিস্তারিত ভাবে বুঝতে চাই ।

দাদাশ্রী : জগতে এই যে প্রেম বলা হয় না, ও প্রেম কে না বোঝার জন্য বলে। প্রেমের পরিভাষা হবে কি হবে না ? কি ডেফিনেশন প্রেমের ?

প্রশ্নকর্তা : কেউ এ্যাটেচ্‌মেন্ট বলে, কেই বাত্‌সল্য বলে । অনেক প্রকারের প্রেম হয় ।

দাদাশ্রী : না । আসলে যাকে প্রেম বলা হয়, তার পরিভাষা তো হবে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : আমার তার থেকে কোন ফলের আশা না হয়, তাকে আমরা আসল সাচ্চা প্রেম বলতে পারি ?

দাদাশ্রী : ও প্রেম ই হয় না । প্রেম সংসারে হয় ই না । ও অলৌকিক তত্ব । সংসারে যখন থেকে অলৌকিক ভাষা বুঝতে শুরু করেছে, তখন থেকেই সেই প্রেমের উপাদান হয় ।

প্রশ্নকর্তা : এই জগতে প্রেমের তত্ব যা বোঝানো হয়েছে ও কি ?

দাদাশ্রী : জগতে যে প্রেম শব্দ আছে না, ও অলৌকিক ভাষার শব্দ, ও লোক ব্যবহারে এসে গেছে । বাকী, আমাদের লোকেরা, প্রেম কে বোঝেই না ।

এখানে সাচ্চা প্রেম কোথায় ?

আপনার মধ্যে প্রেম আছে ?

আপনার ছেলের প্রতি প্রেম আছে কি ?

প্রশ্নকর্তা : থাকবেই তো !

দাদাশ্রী : তো ফের মারধর করেছেন কোন দিন ? কোন দিন মারেন নি ছেলেকে ? বকা ও না ?

প্রশ্নকর্তা : ও তো অনেক বার বকতে তো হয় কি না !

দাদাশ্রী : তো প্রেম এমন জিনিস যে দোষ দেখায় না। সেইজন্য দোষ দেখায় ও প্রেম হয় না। এমন আপনার মনে হয় ? আমার এই সবার উপরে প্রেম আছে। কারো ই দোষ আমি দেখি নি এখনো পর্যন্ত। তো আপনার প্রেম কার উপরে আছে, ও বলুন না আমাকে ? আপনি বলেন, 'আমার কাছে প্রেমের *সিলক* (জমাপুঞ্জী) আছে' তো কোথায় আছে ও ?

সাচ্চা প্রেম হয় অহেতুকী !

প্রশ্নকর্তা : ফের তো ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, সে ই প্রেম বলা হয় তো ?

দাদাশ্রী : না। ঈশ্বরের প্রতি ও প্রেম নেই আপনার ! প্রেম জিনিস আলাদা হয়। প্রেম কোন ও হেতু ইত্যাদি বিনা হওয়া উচিত, অহেতুকী হতে হবে। ঈশ্বরের সাথে প্রেম, তো অন্যের সাথে কেন প্রেম করেন না ? তার থেকে কোন কাজ আছে আপনার ! 'মাদার'এর সাথে প্রেম, ওখানে কোন কাজ আছে। পরন্তু প্রেম অহেতুকী হতে হবে। এ আমার আপনার প্রতি ও প্রেম আছে আর এই সবার প্রতি ও প্রেম আছে কিন্তু আমার হেতু নেই কোন এর পিছনে !

নেই স্বার্থ প্রেমে !

বাকী, এ তো জগতে স্বার্থ হয়। 'আমি' এমন অহংকার আছে তখন পর্যন্ত স্বার্থ আছে আর স্বার্থ থাকে সেখানে প্রেম হয় না। যেখানে স্বার্থ হয় সেখানে প্রেম থাকতে পারে না, আর প্রেম হয় সেখানে স্বার্থ থাকতে পারে না।

সেইজন্য যেখানে স্বার্থ না হয় সেখানে শুদ্ধ প্রেম হয়। স্বার্থ কখন হয় না ? 'আমার-তোমার' না হয় তখন স্বার্থ হয় না। 'আমার-তোমার' আছে, সেখানে অবশ্য স্বার্থ আছে আর 'আমার-তোমার' যেখানে আছে সেখানে অজ্ঞানতা আছে। অজ্ঞানতার কারণে 'আমার-তোমার' হয়েছে। 'আমার-তোমার' এর কারণ স্বার্থ আছে আর স্বার্থ হয় সেখানে প্রেম হয় না। আর 'আমার-তোমার' কখন হয় না ?

'জ্ঞান' হয় সেখানে 'আমার-তোমার' হয় না। 'জ্ঞান'এর বিনা তো 'আমার-তোমার' হয় ই কি না ? তবুও এ বোধে আসে এমন জিনিস না।

জগতের লোকে প্রেম বলে ও ভ্রান্তি ভাষার কথা, ছল করার কথা। অলৌকিক প্রেমের *হূফ* (সংরক্ষণ, আশ্রয়) তো অনেক আলাদা হয়। প্রেম তো সব থেকে বড় জিনিস।

আড়াই অক্ষর প্রেমের.....

সেইজন্য তো কবীর সাহেব বলেছেন,

"পুস্তক পঢ় পঢ় জগ মুয়া, পন্ডিত ভয়া ন কোই,

ঢাই অক্ষর প্রেম কা, পঢ়ে সো পন্ডিত হোই।"

প্রেমের আড়াই অক্ষর, এতটুকু ই বোঝে তো অনেক হয়ে যায়। বাকী, পুস্তক পড়ে তাকে তো কবীর সাহেব এত বড়-বড় দিতেন যে এই পুস্তক পড়ে তো জগত মরে গেছে কিন্তু পন্ডিত কেউ হন নি, এক প্রেমের আড়াই অক্ষর বোঝার জন্য। পরন্তু আড়াই অক্ষর প্রাপ্ত হয় নি আর ঘুরে মরেছে। সেইজন্য পুস্তকে তো এমনি ই দেখতে থাকে তো, ও তো সব মেডনেস জিনিস। পরন্তু যে আড়াই অক্ষর প্রেমের বুঝেছে সে পন্ডিত হয়ে গেছে, এমন কবীর সাহেব বলেছেন। কবীর সাহেবের কথা শুনেছেন সব ?

প্রেম হয় তো কখনো বিচ্ছেদ হয় না। এ তো সব মতলবের প্রেম। মতলবের প্রেম, ও প্রেম বলা হয় কি ভাবে ?

প্রশ্নকর্তা : তাকে আসক্তি বলা হয় ?

দাদাশ্রী : হয় ই আসক্তি। আর প্রেম তো অনাশক্ত যোগ। অনাশক্ত যোগ থেকে আসল প্রেম উৎপন্ন হয়।

প্রেমের যথার্থ ব্যাখ্যা !

দাদাশ্রী : হোয়াট ইজ দ্যা ডেফিনেশন অফ লভ ?

প্রশ্নকর্তা : আমার জানা নেই। ও বুঝিয়ে দিন।

দাদাশ্রী : আরে, আমি ও ছেলেবেলা থেকে প্রেমের ব্যাখ্যা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম তো ! আমার হয়, প্রেম কি হয় ? এই লোকেরা 'প্রেম-প্রেম' করতে থাকে, ও প্রেম কি হয় ? তার পরে অনেক পুস্তক দেখি, অনেক শাস্ত্র পড়ি, কিন্তু প্রেমের ব্যাখ্যা কোন জায়গায় মেলে নি । আমার আশ্চর্য লাগে যে কোন শাস্ত্রে প্রেম কি হয় এমন ব্যাখ্যা ই দেন নি ! ফের যখন কবীর সাহেবের পুস্তক পড়ি তখন অন্তরে জাগে যে প্রেমের ব্যাখ্যা তো ইনি দিয়েছেন । সেই ব্যাখ্যা আমার কাজে আসে । উনি কি বলেন যে,

"ঘরী চঢ়ে, ঘরী উতরে, ওহ তো প্রেম না হয়,

অঘট প্রেম হী হৃদয় বসে, প্রেম কহিয়ে সোয় ।"

উনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন । আমার তো খুব সুন্দর লেগেছিল ব্যাখ্যা, 'বলতে হবে কবীর সাহেব, ধন্য !' এ সব থেকে সাচ্চা প্রেম । হঠাৎ ওঠে আর হঠাৎ নামে, ও প্রেম বলা হয় ?

প্রশ্নকর্তা : তো আসল প্রেম কার নাম বলা হয় ?

দাদাশ্রী : আসল প্রেম, যে বাড়ে না, কমে ও না ! আমাদের জ্ঞানীদের প্রেম এমন হয়, যা কম-বেশী হয় না । এমন আমার প্রেম সম্পূর্ণ ওর্ল্ডে উপরে আছে । আর ও প্রেম তো পরমাত্মা ।

প্রশ্নকর্তা : তবু ও জগতে কোথাও তো প্রেম হবে তো ?

দাদাশ্রী : কোন জায়গায় প্রেম ই নেই । প্রেম যেমন জিনিস ই এই জগতে নেই । সব আশক্তি ই আছে । উলটা বলে তো, তখন অবিলম্বে জানতে পারা যায় ।

এখন আজ কেউ এসেছিল বিদেশ থেকে, তো আজ তো তার সাথেই বসে থাকতে ভাল লাগে । তার সাথেই খাওয়া-ঘোরা ভাল লাগে । আর দ্বিতীয় দিন সে আমাদের বলে, 'নোনসেন্স যেমন হয়ে গেছেন ।' তো হয়ে গেল ! আর জ্ঞানী পুরুষ' কে তো সাত বার 'নোনসেন্স বলে তখনো বলবে, 'হ্যাঁ, ভাই, বস, তুই বস ।' কারণ যে 'জ্ঞানী' স্বয়ং জানেন যে এ বলছে না, এ রেকর্ড বলে যাচ্ছে ।

এই সাচ্চা প্রেম তো কেমন হয় যে যার পিছনে দ্বেষ ই না হয় । যেখানে প্রেমে, প্রেমের পিছনে দ্বেষ আছে, সেই প্রেম কে প্রেম ই বলা যাবে কিভাবে ? এক রকম প্রেম হতে হবে ।

‘প্রেম’, সেখানেই পরমাত্মা !

প্রশ্নকর্তা : তো সাচ্চা প্রেম কম-বেশী হয় না ?

দাদাশ্রী : সাচ্চা প্রেম কম-বেশী না হয় তেমন ই হয়। এ তো প্রেম হয়েছে তো যদি গাল দেয় তো তার সাথে ঝগড়া হয়ে যায়, আর ফুল দেয় তো আবার আমাদের সাথে সেঁটে যায়।

প্রশ্নকর্তা : ব্যবহারে কমে-বাড়ে সেই প্রকারের হয়।

দাদাশ্রী : এই লোকের প্রেম তো সারা দিন কম-বেশী ই হতে থাকে কি না ! ছেলে-মেয়ে সবার উপরে দ্যাখ কম-বেশী ই হতে থাকে তো ! আত্মীয়, সব জায়গায় বাড়তে-কমতে ই থাকে কি না ! আরে, স্বয়ং নিজের উপরে বাড়তে-কমতে ই থাকে কি না ! কোন সময় আয়নায় দেখে তো বলে, ‘এখন আমি ভাল দেখাচ্ছি।’ এক ঘন্টা পরে ‘না, ঠিক না ’ বলবে। অর্থাৎ নিজের উপরে ও প্রেম কম-বেশী হয়। এই দায়িত্ব না বোঝার জন্য ই এই সব হয় তো ! কত বড় দায়িত্ব !

প্রশ্নকর্তা : তখন এই লোকেরা বলে যে প্রেম শেখ, প্রেম শেখ !

দাদাশ্রী : কিন্তু এ প্রেম ই না তো ! এ তো লৌকিক কথা। একে প্রেম কে বলে ফের ? লোকের প্রেম যা কমে-বাড়ে ও সব আসক্তি, নিখাদ আসক্তি ! জগতে আসক্তি ই আছে। প্রেম জগত দেখেই নি। আমার শুদ্ধ প্রেম আছে সেইজন্য লোকের উপরে প্রভাব হয়, লোকের ফায়দা হয়, নয় তো ফায়দা ই নেই তো ! একবার কখনো ‘জ্ঞানী পুরুষ’ বা ভগবান থাকেন তখন প্রেম দেখায়, প্রেমে কম-বেশী হয় না, অনাসক্ত হয়, তেমন জ্ঞানীর প্রেম সে ই পরমাত্মা। সাচ্চা প্রেম সে ই পরমাত্মা, অন্য কোন জিনিস পরমাত্মা হয় না। সাচ্চা প্রেম, সেখানে পরমাত্মা প্রকট হয় !

সদা অফুরন্ত, ‘জ্ঞানী’র প্রেম !

প্রশ্নকর্তা : তো ফের এই প্রেমের প্রকার কত হয়, কেমন হয়, ও সব বুঝিয়ে দিন না !

দাদাশ্রী : দুই প্রকারের ই প্রেম হয়। এক কম-বেশী হওয়ার, কম হয় তখন আসক্তি বলা হয় আর বাড়ে তখন আসক্তি বলা হয়। আর এক কম-বেশী হয় না তেমন অনাশক্ত প্রেম, তেমন জ্ঞানীর হয়।

জ্ঞানীর প্রেম তো শুদ্ধ প্রেম। এমন প্রেম কোথাও দেখা মেলে না। জগতের যেখানে আপনি দেখেন ও সব ই প্রেম মতলবের প্রেম। স্বামী-স্ত্রীর, মা-বাবার, বাবা-ছেলের, শেঠ-চাকরের, প্রত্যেকের প্রেম মতলবের হয়। মতলবের হয় ও কখন বোঝা যায় যে যখন সেই প্রেম ফ্রেকচার হয়ে যায়। যখন পর্যন্ত মিষ্টি থাকে তখন পর্যন্ত কিছু মনে হয় না, কিন্তু তিক্ততা এসে যায় তখন জানতে পারা যায়। আরে, সারা জীবন সম্পূর্ণ বাবার কথা মত চলে আর এক ই বার ক্রোধে, সংযোগ বশতঃ যদি বাবাকে ছেলে 'আপনি বিনা আক্কেলের' এমন বলে, তো সারা জীবনের জন্য সম্বন্ধ ছিঁড়ে যায়। বাবা বলে, তুই আমার ছেলে না আর আমি তোর বাবা না। যদি সাচ্চা প্রেম হয় তখন তো ও সর্বদার জন্য যেমন তেমন ই থাকে, ফের গালাগাল দেয় অথবা ঝগড়া করে। তার বাইরের প্রেম কে তো সাচ্চা প্রেম কিভাবে বলা যায় ? মতলবের প্রেম তাকে ই আসক্তি বলা হয়। ও তো ব্যবসায়ী আর গ্রাহকের মত প্রেম, সওদাবাজী। জগতের প্রেম তো আসক্তি বলা হয়। প্রেম তো তার নাম বলা হয় যে, সাথে সাথে থাকা ভাল লাগে। তার সমস্ত কথা ই ভাল লাগে। সেখানে অ্যাকশন আর রিঅ্যাকশন হয় না। প্রেম প্রবাহ তো এক ই রকম প্রবাহমান হয়। কমে-বাড়ে না, পুরণ-গলন হয় না। আসক্তি পুরণ-গলণ স্বভাবের হয়।

কোন ছেলে বিনা আক্কেলের কথা বলে যে 'দাদাজী, আপনাকে তো আমি এখন খাবার জন্য ডাকবো না আর জল ও খাওয়াবো না', তখন ও 'দাদাজী'র প্রেম কমে না আর ভাল ভোজন করায় তো ও 'দাদাজী'র প্রেম বাড়ে না, তাকে প্রেম বলা হয়। অর্থাৎ ভোজন করায় তো ও প্রেম, না করায় তো ও প্রেম, গাল দেয় তো ও প্রেম আর গাল না দেয় তো ও প্রেম, সব দিকে প্রেম ই দেখায়। সেইজন্য সাচ্চা প্রেম তো আমার ই বলা হয়। যেমন টা তেমন ই আছে না ? প্রথম দিন যা ছিল, তেমন ই আছে না ? আরে, আপনি আমার সঙ্গে কুড়ি বছর পরে মিলিত হয়েছেন না, তো ও প্রেম কম-বেশী হয় নি, প্রেম সেরকম ই দেখায় !

স্বার্থ বিনার স্নেহ নেই সংসারে !

প্রশ্নকর্তা : মাতার প্রেম অধিক ভাল মানা হয়, এই ব্যবহারে।

দাদাশ্রী : ফের দুই নম্বরে ?

প্রশ্নকর্তা : দ্বিতীয় কেউ নেই। অন্য সব স্বার্থের প্রেম।

দাদাশ্রী : এমন ? ভাই-টাই সব স্বার্থ ? না, আপনি প্রয়োগ করে দেখেন নি হয়তো ?

প্রশ্নকর্তা : সব অনুভব আছে।

দাদাশ্রী : আর এই লোকে কান্না-কাটি করে না, সে ও আসল প্রেমের কান্না-কাটি করে না, স্বার্থের জন্য কাঁদে। আর এ তো প্রেম ই নয়। এ তো সব আসক্তি বলা হয়। স্বার্থ থেকে আসক্তি উৎপন্ন হয়। ঘরে আমরা সবার সাথে কম-বেশীর বিনা প্রেম রাখতে হবে। পরন্তু ওদের কি বলবে যে, 'তোমার বিনা আমার ভাল লাগে না।' ব্যবহারে তো বলতে হবে কি না! পরন্তু প্রেম তো কম-বেশী না হয় তেমন রাখতে হবে।

এই সংসারে যদি কেউ বলে, 'এই স্ত্রীর প্রেম ও প্রেম নয় ?' তখন আমি বুঝিয়ে দিই যে, যে প্রেম কম-বেশী হয় ও প্রেম ই নয়। আপনি হীরার টপ্স এনে দেন, সে দিন অনেক প্রেম বেড়ে যাবে, আর ফের টপ্স না আনেন তো প্রেম কমে যায়, তার নাম প্রেম বলা হয় না।

প্রশ্নকর্তা : আসল প্রেম কম-বেশী হয় না, তো তার স্বরূপ কেমন হয় ?

দাদাশ্রী : ও কম-বেশী হয় না। যখন দ্যাখ তখন প্রেম যেমন তেমন ই দেখায়। এ তো আপনি কাজ করে দেন তখন পর্যন্ত তার প্রেম আপনার সাথে থাকে আর কাজ না করে দেন তো প্রেম ভেঙ্গে যায়, তাকে প্রেম বলা ই যায় কি ভাবে ?

সেইজন্য সাচ্চা প্রেমের ব্যাখ্যা কি ? ফুল অর্পণ করা দের আর গাল দেওয়া দের, দুটোতেই সমান প্রেম হয়, তার নাম প্রেম। অন্য সব আসক্তি। এ প্রেমের ডেফিনেশন বলছি। প্রেম এমন হওয়া উচিত। সেটাই পরমাত্ম প্রেম আর যদি প্রেম উৎপন্ন হয় তো অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। এ তো প্রেমের ই মূল্য সব!

মোহের প্রেম, বেকার

প্রশ্নকর্তা : মনুষ্য প্রেমের বিনা বাঁচতে পারে কি ?

দাদাশ্রী : যার সাথে প্রেম করেছে সে নেয় ডাইভোর্স, তো ফের কিভাবে বাঁচবে সে ? কেন বলেন না ? আপনার বলা উচিত তো ?

প্রশ্নকর্তা : সাচ্চা প্রেম হয় তো বাঁচা যায়। যদি মোহ হয় তো বাঁচা যায় না।

দাদাশ্রী : ঠিক বলেছেন এ। আমরা প্রেম করি তখন সে ডাইভোর্স নেয়, তো কি কাজের এমন প্রেম ! ও প্রেম বলা যাবে কিভাবে ? আমাদের প্রেম কখনো না ভাঙ্গে এমন হওয়া উচিত, যা ই হোক ফের প্রেম না ভাঙ্গে। মানে সাচ্চা প্রেম হয় তো বাঁচতে পারে।

প্রশ্নকর্তা : শুধু মোহ হয় তো বাঁচতে পারে না।

দাদাশ্রী : মোহের প্রেম তো বেকার সব। তো এমন প্রেমে ফাঁসবে না। পরিভাষার প্রেম হতে হবে। প্রেমের বিনা মনুষ্য বাঁচতে পারে না সেই কথা সত্য কিন্তু প্রেম ব্যাখ্যাওয়ালা হতে হবে।

প্রেমের ব্যাখ্যা আপনি বুঝতে পেরেছেন ? তেমন প্রেম খোঁজ। এই এমন প্রেম খুঁজবে না যে কাল সকালে সে ডাইভোর্স নিয়ে নেয়। এর কি ঠিকানা ?

প্রশ্নকর্তা : প্রেম আর মোহ, তাতে মোহে সমর্পণ হওয়াতে প্রতিদানের আশা হয় আর এই প্রেমে প্রতিদানের আশা হয় না, তো প্রেমে সমর্পণ হয়ে যায় তো পূর্ণ পদ প্রাপ্ত করে ?

দাদাশ্রী : এই জগতে কোন ব্যক্তি সত্য প্রেমের শুরু করে তো ভগবান হয়ে যায়। সত্য প্রেম নির্ভেজালের হয়। সেই সত্য প্রেমে বিষয় হয় না, লোভ হয় না মান হয় না। তেমন নির্ভেজাল প্রেম সে ভগবান বানিয়ে দেয়, সম্পূর্ণ বানিয়ে দেয়। পথ তো সব ই সহজ, কিন্তু এমন হওয়া মুস্কিল হয় তো !

প্রশ্নকর্তা : সেই ভাবে কোন ও মোহের পিছনে জীবন সমর্পণ করার শক্তি নেয় তো পরিণামে পূর্ণতা আসে ? তো সে ধ্যায়ের পূর্ণতার প্রাপ্ত করে ?

দাদাশ্রী : যদি মোহের পিছনে সমর্পণ করে তখন তো মোহ ই প্রাপ্ত করবে আর মোহ ই প্রাপ্ত করেছে না লোকে !

প্রশ্নকর্তা : এই ছেলে-মেয়েরা প্রেম করে এখনকার জমানায়, ও মোহে করে সেইজন্য ফেল হয়ে যায় ?

দাদাশ্রী : শুধু মোহ ! উপরে চেহারা সুন্দর দেখে সেইজন্য প্রেম দেখে, কিন্তু ও প্রেম বলা হয় না তো ! এখন এখানে এক ফোড়া হয়ে যায় না তো কাছে আসে না ফের। এ তো আম ভিতর থেকে চেখে দেখে তো জানা যায়। মুখ বিগড়ে যায় তো বিগড়ে যায়, পরন্তু মাস পর্যন্ত খাবার ভাল লাগে না। এখানে বারো মাস পর্যন্ত এত

বড় ফোড়া হয়ে যায় না তো মুখ দেখে না, মোহ চলে যায় আর যখন সাচ্চা প্রেম হয় তো এক ফোড়া, আরে দুটো ফোড়া হয়, তখন ও ছাড়ে না। তো এমন প্রেম খুঁজে বের করবে। নয় তো বিয়ে ই করবে না। নয় তো ফেঁসে যাবে। ফের সে মুখ বাঁকা করবে তখন বলবে, 'এর মুখ দেখা আমার পছন্দ না।' 'আরে, ভাল দেখেছিলি তাতে তোর পছন্দ হয়েছিল তো, এখন এমন পছন্দ না ?' এ তো মিষ্টি বলে সেইজন্য পছন্দ হয়। আর কটু বলে তো বলবে, 'আমার তোর সঙ্গ পছন্দ ই হয় না।'

প্রশ্নকর্তা : ও তো আসক্তি ই কি না ?

দাদাশ্রী : সব আসক্তি। 'পছন্দ হয় আর পছন্দ না, পছন্দ হয় আর পছন্দ নয়' এমন কলহ করতে থাকে। এমন প্রেমের কি করবে ?

মোহে প্রতারণা-মার !

অনেক মার খায় তখন যে মোহ ছিল, সেই মোহ চলে যায় সব। শুধু মোহ ই ছিল। তার ই মার খেতে থাকে।

প্রশ্নকর্তা : মোহ আর প্রেম, এই দুটোর মাঝে ভেদ রেখা কি ?

দাদাশ্রী : এই পতঙ্গ হয় না, এই পতঙ্গ প্রদীপের পিছনে পড়ে আর নিঃশেষ হয়ে যায় কি না ? সে নিজের জীবন সমাপ্ত করে ফেলে, ও মোহ বলা হয়। যখন কি প্রেম টেকে, প্রেম টেকসই হয়, ও মোহ হয় না।

মোহ অর্থাৎ 'ইউজলেস' জীবন। ও অন্ধ হওয়ার সমতুল্য। অন্ধ ব্যক্তি পোকার মত ঘুরে বেড়ায় আর মার খায় তাদের মত আর প্রেম তো টেকসই হয়, তাতে তো সারা জীবনের সুখ চাওয়া হয়। ও তাৎকালিক সুখ খোঁজে এমন হয় না তো !

অর্থাৎ এই সব মোহ ই কি না ! মোহ মানে খোলা প্রতারণা-মার। মোহ মানে হান্ড্রেড পারসেন্ট প্রতারণা বের হয়।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এ মোহ হয় কি প্রেম এ সামান্য ব্যক্তি কিভাবে জানতে পারবে ? একজনের আসল প্রেম আছে অথবা এ ওর মোহ, এ নিজে কিভাবে জানতে পারবে ?

দাদাশ্রী : ও তো রগড়ায় তখন নিজে নিজেই জানতে পারে। এক দিন

রগড়ায় আর সে বিরক্ত হয়ে যায়, তখন বুঝে যাবে যে এ ইউজলেস ! ফের দশা কি হবে ? তার থেকে তো প্রথম থেকেই বাজিয়ে নাও । টাকা বাজিয়ে দেখে, আসল কি নকল ও তক্ষুনি জানতে পারা যায় তো ? কোন অজুহাত খুঁজে বের করে আর বাজিয়ে নেয় । এখন তো নিখাদ ভয়ঙ্কর স্বার্থ ! স্বার্থের জন্য ও অনেকে প্রেম দেখায়। কিন্তু এক দিন বাজিয়ে দ্যাখ তো জানতে পারবে যে এ আসল প্রেম কি না?

প্রশ্নকর্তা : আসল প্রেম হয় সেখানে কেমন হয়, বাজিয়ে দেখে তখন ও ?

দাদাশ্রী : ও বাজিয়ে দেখে তখন ও শান্ত থেকে স্বয়ং তার লোকসান না হয় তেমন করে । সাচ্চা প্রেম হয়, সেখানে গলে যায় । এই, একেবারে বদমাশ হয় যে তো সে ও গলে যায় ।

ও প্রেমী কি আপদ ?

প্রশ্নকর্তা : দুজন প্রেমী হয় আর বাড়ির লোকের সঙ্গ না মেলে তো আত্মহত্যা করে । এমন অনেক বার হয় তো ও প্রেম যে তাকে কি প্রেম মানা যাবে?

দাদাশ্রী : বখাটে প্রেম ! তাকে প্রেম ই কিভাবে বলা যায় ? ইমোশনেল হয় আর রেল লাইনে শুয়ে পরে ! আর বলবে, 'পরের জন্মে দুজন সাথেই হবে ।' তো ও এমন আশা কারো করা উচিত না । ওরা ওদের কর্মের হিসাবে ঘুরে-বেড়ায় । ওরা ফের একসাথে হবেই না !!

প্রশ্নকর্তা : একসাথে হওয়ার ইচ্ছা হয় তবুও একসাথে হয় না ?

দাদাশ্রী : ইচ্ছা থাকলে কোথাও দিন ফেরে ? পরের ভব তো কর্মের ফল কি না ! এ তো ইমোশনাল হয় ।

আপনি ছোট ছিলেন তখন এমন আপদ জড়িয়ে ছিল কি ? যখন *পুরাবা* (প্রমাণ) একত্র হয়, সব 'এভিডেন্স' একত্র হয়, তখন ফের আপদ জড়িয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : আপদ ও কি হয় ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ও আমি বলছি । একজন নাগর ব্রাহ্মণ ছিল, সে অফিসার ছিল । সে তার ছেলেকে বলে, 'এই যে তুই ঘুরে-বেড়াচ্ছিস । আমি তোকে দেখেছিলাম, তুই সাথে আপদ কিসের জন্য নিয়ে ঘুরে-বেড়াস ? ছেলে কলেজে পড়তো, কোন গার্লফ্রেন্ডের সাথে বাবা দেখেছিল হয়তো । তাকে আপদ এরা বলে

না, কিন্তু পুরানো দিনের লোকে তাকে আপদ বলতো। কারণ বাবার মনে এমন হয় যে 'এই মূর্খ ছেলে বোঝে না, প্রেম কি হয় ও। প্রেম বোঝে না আর মার খেয়ে যাবে। এই আপদ সেঁটে আছে, সেইজন্য মার খেয়ে মরবে।' প্রেম কে নির্বাহ করা ও সহজ না। প্রেম করতে সবাই জানে, কিন্তু তাকে নির্বাহ করা সহজ নয়। সেইজন্য ওর বাবা বলে যে, 'এই আপদ কিসের জন্য দাঁড় করিয়েছিস ?'

তখন সেই ছেলে বলে, 'বাবা, কি বলছেন আপনি ? ও তো আমার গার্লফ্রেন্ড। আপনি একে আপদ বলছেনে এমনি ই ? আমার নাক কেটে যায় এমন বলছেন ? এমন বলবেন না।' তখন বাবা বলে, 'বলব না এখন।' সেই গার্লফ্রেন্ডের সাথে দুই বছর বন্ধুত্ব চলে। ফের সে অন্য কারো সাথে সিনেমা দেখতে এসেছিল আর তাকে ও দেখে ফেলে। সেইজন্য ওর মনে এমন লাগে যে এ তো বাবা বলেছিল যে 'এ আপদ জড়িয়েছে', অর্থাৎ তেমন এ আপদ ই।

সেইজন্য *পুরাবে* (ঘটক, পরিস্থিতি) মিলে যায় তো আপদ জড়িয়ে যায়, ফের ছাড়ে না আর অন্যের সাথে ঘোরে তখন ফের রাত-দিন ছেলের ঘুম ই আসে না। হয় কি হয় না এমন ? সেই ছেলে যখন জানে যে 'এ তো আপদ ই। আমার বাবা বলেছিল ও সত্যি কথা।' তখন থেকে সেই আপদ ছাড়াতে থাকে। মানে, যখন পর্যন্ত গার্লফ্রেন্ড বলে আর তাকে আপদ মানে না তখন পর্যন্ত কিভাবে ছাড়বে ?!

প্রশ্নকর্তা : তো ফের এই মোহ আর প্রেম, তার নির্ণয় করতে হয় তো কি ভাবে করতে পারা যায় ?

দাদাশ্রী : প্রেম নেই ই না, তো ফের প্রেমের কথা কিসের জন্য বলছ ? প্রেম হয় ই না। সব মোহ ই এ তো। মোহ ! মূর্ছিত হয়ে যায়। বেভানপন, একদম ভান ই নেই।

সিন্সিয়েরিটী সেখানে আসল প্রেম !

সামনের জনের থেকে *কলম* (নিয়ম) হয়তো যতই ভেঙ্গে যায়, সব মুখো-মুখি ভাবে দেওয়া বচন হয়তো যত ই ভাঙ্গে তবু ও সিন্সিয়েরিটী যায় না, সিন্সিয়েরিটী শুধু বর্তনে ই না পরন্তু চোখে ও না যায়। তখন জানবে যে এখানে প্রেম আছে। সেই জন্য তেমন প্রেম খুঁজবে। একে প্রেম মানবে না। এই বাইরে যে চলছে, ও খেলো প্রেম-আসক্তি। ও বিনাশ আনবে। তবু ও ছাড় নেই। তার জন্য আমি আপনাকে রাস্তা বলব। আসক্তিতে পড়ে বিনা মুক্তি নেই তো !

ভগবত প্রেমের প্রাপ্তি

প্রশ্নকর্তা : তো ঈশ্বরের পরম, পবিত্র, প্রবল প্রেম সম্পাদন করার জন্য কি করা উচিত ?

দাদাশ্রী : আপনি ঈশ্বরের প্রেম প্রাপ্ত করতে চান ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, করতে চাই। অন্তে প্রত্যেক মনুষ্যের ধ্যেয় এটাই কি না ? আমার প্রশ্ন এখানে এটাই যে ঈশ্বরের প্রেম সম্পাদন করা যায় কিভাবে ?

দাদাশ্রী : প্রেম তো এখানে সবাই করতে চায়, কিন্তু মিষ্টি লাগে তবেই করে তো ? সেই ভাবে ঈশ্বর কোন জায়গায় মিষ্টি লেগেছে তো ও আমাকে দেখাও না !

প্রশ্নকর্তা : কারণ এই জীব অন্তিম ক্ষণে যখন দেহ ছাড়ে, তবুও ঈশ্বরের নাম করতে পারে না।

দাদাশ্রী : কিভাবে ঈশ্বরের নাম করতে পারবে ? তার যেখানে রুচি হয়, সেই নাম করতে পারে। যেখানে রুচি, সেখানে তার নিজের রমণতা হয়। ঈশ্বরে রুচি ই নেই আর সেইজন্য ইশ্বরে রমনতা ই নেই। ও তো যখন ভয় লাগে, তখন ঈশ্বর মনে পড়ে।

প্রশ্নকর্তা : ঈশ্বরে রুচি তো থাকে, তবুও কোন আবরণ এমন এসে যায় সেইজন্য ঈশ্বরের নাম করতে পারে না হয়তো।

দাদাশ্রী : পরন্তু ঈশ্বরের উপরে প্রেম এসে বিনা কিভাবে নাম করবে সে ? ঈশ্বরে উপরে প্রেম আসতে হবে তো ! আর ঈশ্বরে অনেক প্রেম করে তাতে কি ফায়দা ? আমি বলতে চাই যে এই আম আছে, ও মিষ্টি লাগে তো প্রেম হয় আর তেতো লাগে বা টক লাগে তো ? তেমন ঈশ্বর কোথায় মিষ্টি লাগে, যে আপনার প্রেম হবে ?

এমন হয়, জীব মাত্রের ভিতরে ভগবান বসে আছেন, চেতনরূপে আছেন, তো এই চেতন জগতের লক্ষ্যে ই নেই আর যে চেতন নয়, তাকে চেতন মানে। এই শরীরে যে ভাগ চেতন নয়, তাকে চেতন মানে আর যে চেতন ও তার লক্ষ্যে ই নেই, ভানে ও নেই। এখন ও শুদ্ধ চেতন অর্থাৎ শুদ্ধাত্মা আর সে ই পরমাত্মা। তার নাম কখন মনে পড়বে ? যে যখন আমাদের তার দিক থেকে কোন লাভ হয় তখন তার উপরে প্রেম আসে। যার উপরে প্রেম আসে, সে আমাদের মনে পড়ে তো তার নাম

নেওয়া যায়। সেইজন্য প্রেম আসে এমন আমাদের মেলে, তখন সে আমাদের মনে থাকে। আপনার 'দাদা' মনে পড়ে ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : ওনার প্রেম আছে আপনার উপরে, সেইজন্য মনে পড়ে। এই প্রেম কেন এসেছে ? কারণ 'দাদা' কোন সুখ দিয়েছে যে যাহাতে প্রেম উৎপন্ন হয়েছে আর সেই প্রেম উৎপন্ন হয় তখন ফের ভুলতেই পারে না তো ! ও স্মরণ ই করতে হয় না।

অর্থাৎ ভগবান কখন মনে পড়ে ? যে ভগবান আমাদের উপরে কোন কৃপা দেখায়, আমাদের কোন সুখ দেয়, তখন মনে পড়ে। একজন আমাকে বলে যে, 'আমার বৌকে ছাড়া ভালই লাগে না।' আরে, কি ভাবে ? বউ না হয় তো কি হবে? তখন সে বলে, 'তাহলে আমি মরে যাবো।' আরে, কিন্তু কিসের জন্য ? তখন সে বলে, 'ও বউ তো সুখ দেয়।' আর সুখ না দেয় তো আর মার মারে তখন ? তখনো ওকে ফের মনে পড়ে। সেইজন্য রাগ আর দ্বেষ দুটোতেই মনে পড়তে থাকে।

পশু-পক্ষীতে ও প্রেম !

অর্থাৎ জিনিস টা বুঝতে হবে তো ! এখন আপনার এমন মনে হয় যে প্রেম যেমন জিনিস আছে এই সংসারে ?

প্রশ্নকর্তা : এখন তো, বাচ্চাদের আদর করে তাকেই প্রেম মানে তো !

দাদাশ্রী : এমন ? প্রেম তো এই পাখির ওদের বাচ্চার উপরে হয়। ঐ মা-পাখি নিশ্চিন্তে দানা নিয়ে বাসায় আসে, তাতে সেই বাচ্চারা 'মা এসেছে, মা এসেছে' করে উল্লসিত হয়। তখন পাখি সেই বাচ্চাদের মুখে দানা রেখে দেয়। 'সেই দানা কত রাখতে পারে নিজের মুখের ভিতরে ? আর কিভাবে এক-এক দানা বের করে?' এমন আমি চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। সে চারটে বাচ্চাকেই এক-এক দানা মুখে রেখে দেয়।

প্রশ্নকর্তা : পরন্তু ওদের মধ্যে আসক্তি কোথা থেকে আসে ? ওদের বুদ্ধি নেই না !

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সেটাই আমি বলি তো ? সেইজন্য এ তো এক দেখার জন্য বলি। আসলে তো ও প্রেম মানা ই হয় না। প্রেম বিবেচনাপূর্বক হতে হবে। কিন্তু

সে ও প্রেম মানা হয় না। কিন্তু তবুও এ আমরা এই দুটোর ভেদ বোঝানোর জন্য উদাহরণ দিই। আমাদের লোকেরা বলে কি না যে ভাই, এই গরুর বাচ্চার উপরে কত ভাব আছে ? আপনি বুঝতে পারছেন তো ? ওদের ভিতরে সেই প্রতিদানের আশা হয় না তো !

প্রতিদানের আশা, সেখানে আসক্তি !

অর্থাৎ আসক্তি কোথায় হয় ? যে যেখানে তার কাছে কিছু প্রতিদানের আশা হয়, সেখানে আসক্তি হয় আর প্রতিদানের আশা বিনা কত লোক হবে হিন্দুস্থানে ?

কোন আমের গাছ লাগায় তো আমাদের লোকেরা, তো কি গাছের যত্ন করার জন্য লাগায় ?' 'কিসের জন্য ভাই, আম গাছের পিছনে এত সব ঝামেলা কর ?' তখন সে বলে, 'গাছ বড় হবে তো, তো আমার ছেলের ছেলেরা খাবে আর প্রথমে তো আমি খাবো।' তো ফলের আশায় আমের গাছ লাগায়। আপনার কি মনে হয় ? কি নিষ্কাম লাগায় ? নিস্কাম কেউ লাগায় না ! তেমন ই সবাই নিজের *চাকরী* (সেবা) করার জন্য বাচ্চাদের বড় করে তো না কি *ভাখরী* (এক ধরণের রুটি) র জন্য !

প্রশ্নকর্তা : *চাকরী* করার জন্য।

দাদাশ্রী : কিন্তু এখন তো *ভাখরী* হয়ে যায়। আমাকে একজন বলে, 'আমার ছেলে চাকরী (সেবা) করে না।' তখন আমি বলি, 'ফের *চাকরী* না করে তো কি করে সে ? এখন কেউ লাড্‌ডু হবে এমন হয় না, সেইজন্য *ভাখরী* করে তো সমাধান (!) এসে যাবে।'

মাতার প্রেম !

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু শাস্ত্রে লেখা আছে যে মা-বাবার নিজের সন্তানের প্রতি এক সমান প্রেম হয়, ও কি ঠিক ?

দাদাশ্রী : না, মা-বাবা কোন ভগবান নয় যে এক সমান প্রেম থাকবে ! তেমন এক সমান প্রেম তো ভগবান রাখতে পারেন। বাকি, মা-বাবা কোন ভগবান নয় বেচারারা, ওরা তো মা-বাবা। ওরা তো পক্ষপাতী হয় ই। এক সমান প্রেম তো ভগবান ই রাখতে পারেন। অন্য কেউ রাখতে পারে না। এ আমার এখন এক সমান প্রেম থাকে সবার উপরে।

বাকি, এ তো লৌকিক প্রেম। এমনি তো লোকে 'প্রেম-প্রেম' গাইতে থাকে। এ তো স্ত্রীর প্রতি ও প্রেম থাকে কি ? এই সব ই স্বার্থের সহোদর আর এই মা হয় না, সে তো মোহে ই জীবিত আছে। নিজের পেট থেকে জন্মেছে সেইজন্য তার মোহ উৎপন্ন হয় আর গাইয়ের ও মোহ উৎপন্ন হয় কিন্তু ছয় মাস পর্যন্ত তার মোহ থাকে আর এই মা'র তো ষাট বছরের হয়ে যায় তখন ও মোহ যায় না।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু মা'র ছেলের উপরে যখন প্রেম হয়, তখন নিষ্কাম ই হয় তো?

দাদাশ্রী : হয় না ও নিষ্কাম প্রেম। মা'র ছেলের প্রতি নিষ্কাম প্রেম হয় না। এ তো ছেলে ফের বেশী বয়সের হয় তখন বলে যে, 'আপনি তো আমার বাবার স্ত্রী', তো ? সেই সময় জানা যায় যে নিষ্কাম ছিল কি না ! যখন ছেলে বলে 'আপনি আমার বাবার ওয়াইফ।' সেদিন মা'র মোহ সমাপ্ত হয়ে যায় যে, 'তুই মুখ দেখাবি না।' এখন ফাদারের ওয়াইফ মানে মা নয় ? তখন মা বলে, 'কিন্তু এমন বলেছে কেন ?' তার ও মিষ্টি চাই। সব মোহ ই হয়।

সেইজন্য ও প্রেম ও নিষ্কাম নয়। ও তো মোহের আসক্তি। যেখানে মোহ হয় আর আসক্তি হয়, সেখানে নিস্কামতা হয় না। নিস্কাম মোহ তো আসক্তি রহিত হয়।

প্রশ্নকর্তা : ও আপনার কথা সত্যি। ও তো ছেলে বড় হয় ফের তেমন আসক্তি বাড়ে। কিন্তু যখন ছেলে ছয় মাসের ছোট হয় তখন ?

দাদাশ্রী : সেই সময় ও আসক্তি ই হয়। সারা দিন আসক্তি ই হয়। জগত আসক্তিতেই বাঁধা হয়ে আছে। জগতে প্রেম হতে পারে না কোন জায়গায়।

প্রশ্নকর্তা : তেমন বাবার হয় এমন মানতে পারি, কিন্তু 'মা'র, মাথায় ঢুকছে না ঠিক মত এখন আমার।

দাদাশ্রী : এমন হয় যে, বাবা স্বার্থী হয়, যখন কি মা বাচ্চার প্রতি স্বার্থী হয় না। অর্থাৎ এতটুকু ফারাক হয়। মা'র কি থাকে ? তার শুধু আসক্তি ই ! মোহ ! অন্য সব ভুলে যায়, *ভান* (আভাস) ভুলে যায়। তার মধ্যে নিস্কাম এক ক্ষণের জন্য ও হতে পারে না। নিষ্কাম তো হতে পারে না মানুষ। নিষ্কাম তো 'জ্ঞানী' ছাড়া কেউ হতেই পারে না। আর এই যে সব নিষ্কাম হয়ে ঘুরে-বেড়ায় না, ওরা জগতের লাভ ওঠায়। নিষ্কামের অর্থ তো থাকতে হবে কি না ?

গালা-গাল দিলে জানতে পারা যায় !

প্রশ্নকর্তা : তো মাতা-পিতার প্রেম যে হয়, ও কেমন বলা হয় ?

দাদাশ্রী : মাতা-পিতা কে এক দিন গাল দেয় তো ফের তাতে মুখোমুখি হয়ে যায়। এই 'ওর্ল্ডলী' প্রেম তো টেকে ই না তো ! পাঁচ বছরে, দশ বছরে ও উড়ে যায় আবার কোন দিন। সামনে প্রেম হওয়া চাই, বাড়ে-কমে না এমন প্রেম হওয়া চাই।

তবুও সন্তানের উপরে বাবা কোন সময় যে ক্রোধ করে, তাতে হিংসক ভাব হয় না।

প্রশ্নকর্তা : ও আসলে তো প্রেম ই ?

দাদাশ্রী : ও প্রেম ই না। প্রেম হয় তো ক্রোধ হয় না। কিন্তু হিংসক ভাব নেই এর পিছনে। সেইজন্য ও ক্রোধ বলা হয় না। ক্রোধ হিংসক ভাব সহিত হয়।

ব্যবহারে মা'র প্রেম উৎকৃষ্ট !

আসল প্রেম তো যে কোন সংযোগে ভাঙ্গা উচিত না। সেইজন্য প্রেম তার নাম বলা হয় যা ভাঙ্গে না। এ তো প্রেমের পরীক্ষা । তবুও একটু কিছু প্রেম হয়, ও মাতার প্রেম।

প্রশ্নকর্তা : আপনি এমন বলেছেন যে মায়ের প্রেম হতে পারে, বাবার হয় না। তো ওদের খারাপ লাগবে না ?

দাদাশ্রী : তবুও মা'র প্রেম হয়, তার প্রমাণ আছে। মা সন্তান কে দেখে, তখন আনন্দিত হয়। এর কারণ কি ? যে বাচ্চারা নিজের ঘরেই, নিজের শরীরে ই নয় মাস নিবাস করেছিল। সেইজন্য মা'র এমন মনে হয় যে আমার পেট থেকে জন্মেছে আর তার এমন লাগে যে মা'র পেট থেকে আমি জন্মেছি। এত অধিক একতা হয়ে গেছে। মা যা খেয়েছে তার থেকেই ওর রক্ত হয়েছে। সেইজন্য এ একতার প্রেম এক ধরণের। তবুও বাস্তবে 'রিয়েলী স্পিকিং' প্রেম নয় এ। 'রিলেটিভলী স্পিকিং' প্রেম। সেইজন্য শুধু প্রেম কোন জায়গায় হয় তো মা'র সাথে হয়। সেখানে প্রেম যেমন কোন চিহ্ন দেখা যায়। পরন্তু সে ও পৌদগলিক প্রেম আর সেই প্রেম সে ও কত ভাগে ? যে যখন মা'র ভাল লাগে এমন জিনিস হয়, তাতে

ছেলে দাবি করে তো দুজনে ঝগড়া করে, তখন প্রেম ফ্রেকচার হয়ে যায় । ছেলে আলাদা থাকতে চলে যায় । বলবে, মা তোমার সাথে মিল খাবে না ।'

এ 'রিলেটিভ' সম্বন্ধ, 'রিয়েল' সম্বন্ধ নয় । আসল প্রেম হয় তো বাপ মরে যায়, তার সাথে ছেলে কুড়ি বছরের হয় তো সে ও মরে যায় । তার নাম প্রেম বলা হয় । এমন যায় সত্যি করে একটা ও ছেলে ?

প্রশ্নকর্তা : কেউ যায় নি ।

দাদাশ্রী : অপবাদ নেই কোন ? বাপ মরে যায় তখন ছেলের 'আমার বাবা মরে গেছে' তার এত অধিক প্রভাব হয় আর সে ও তার সাথে মরে যেতে তৈয়ার হয়ে যায় । এমন এখানে মুম্বাইতে কোন ঘটনা হয়েছে ?

প্রশ্নকর্তা : না ।

দাদাশ্রী : তাহলে শ্মশানে কি করে ওখানে গিয়ে ফের ?

প্রশ্নকর্তা : পুড়িয়ে দেয় ।

দাদাশ্রী : এমন ? ফের ঘুরে এসে খায় না হয়তো, না ? খায় তো ! তো এ এমন হয়, আচার পালন, সবাই জানে যে এ রিলেটিভ সম্বন্ধ । যাবার সে তো চলে গেছে । ফের ঘরে গিয়ে শান্তিতে খায় ।

প্রশ্নকর্তা : তো ফের কেউ মরে যায় তো আমরা তার প্রতি মোহের কারণে কাঁদি কি শুদ্ধ প্রেম থাকে সেইজন্য কাঁদি ?

দাদাশ্রী : শুদ্ধ প্রেম কোন জায়গায় হয় ই না জগতে । এই সব মোহের জন্য ই কাঁদে । স্বার্থের বিনা তো এই জগত তো হয় ই না আর স্বার্থ আছে সেখানে মোহ আছে । মা'র সাথে ও স্বার্থ হয় । লোকে এমন ভাবে যে মা'র সাথে শুদ্ধ প্রেম হয় । কিন্তু স্বার্থের বিনা তো মা ও না । কিন্তু ও লিমিটেড স্বার্থ সেইজন্য প্রশংসা করা হয়েছে তার, কমের থেকেও কম-লিমিটেড স্বার্থ । বাকি, সে ও মোহের ই পরিণাম ।

প্রশ্নকর্তা : ও ঠিক আছে । কিন্তু মা'র প্রেম তো নিঃস্বার্থ হতে পারে তো ?

দাদাশ্রী : হয় ই নিঃস্বার্থ অনেক অংশে । সেইজন্য তো মা'র প্রেম কে প্রেম বলা হয়েছে ।

প্রশ্নকর্তা : তবুও তাকে 'মোহ আছে' এমন বলেন ?

দাদাশ্রী : এমন, কেউ বলবে, 'ভাই, প্রেম বলে জিনিস এই জগতে নেই ?' তো প্রমাণ স্বরূপে দেখাতে হয় তো মা'র প্রেম সেই প্রেম। এমন দেখানো যায়, যে এখানে প্রেম কিছু আছে। বাকি, অন্য কথায় কোন মূল্য নেই। ছেলের উপরে মা'র প্রেম হয় আর অন্য সব প্রেম থেকে এই প্রেম অধিক প্রশংসা করার মত। কারণ এই প্রেমে বলিদান আছে।

প্রশ্নকর্তা : মা'র যে এই ধরনের বাস্তবিকতা হয়, তো পিতার কি ভাগ হয়, এমন প্রেম...

দাদাশ্রী : পিতার হিসাবী প্রেম। আমার নাম উজ্জ্বল করবে তেমন, বলবে। শুধু এক মা'র ই একটু প্রেম, সে ও একটু ই আবার। এ ও মনে হয় যে বড় হবে, আমার সেবা করবে আর শ্রাদ্ধ করবে, তাহলেই অনেক হয়ে যাবে আমার। এক লালসা হয়, কিছু ই তার পিছনে লালসা থাকে সেখানে প্রেম নেই। প্রেম ও জিনিস ই আলাদা। এখন আপনি আমার প্রেম দেখেছেন, কিন্তু যদি বুঝতে পারেন তো। এই জগতে কোন জিনিস আমার চাই না , আপনি লাখ-লাখ ডলার দেন অথবা লাখ-লাখ পাউন্ড দেন ! সমস্ত জগতের সোনা দেন তাহলে ও আমার কোন কাজের না। জগতের স্ত্রী সম্বন্ধী আমার বিচার আসে না। আমি এই শরীর থেকে আলাদা থাকি, প্রতিবেশীর মত থাকি। এই শরীর থেকে আলাদা, প্রতিবেশী-'ফার্স্ট নেবার'।

প্রেম সমাহিত নর্মালিটিতে !

মা, সে মাতা স্বরূপ। আমরা মাতা মানি তো, ও মা'র স্বরূপ। মা'র প্রেম সাচ্চা। পরন্তু ও প্রাকৃত প্রেম আর অন্য, ভগবানের এমন প্রেম হয়। এখানে যাহাকে ভগবান বলা হয় সেখানে আমরা খোঁজ করা উচিত। ওখানে উলটা কর, উলটা বল তখনো প্রেম করে আর অনেক পুষ্প অর্পণ কর তখনো তেমন ই প্রেম করে। ও কমে না, বাড়ে না, এমন প্রেম হয়। সেইজন্য তাকে প্রেম বলা হয় আর সে প্রেম স্বরূপ সে ই পরমাত্ম স্বরূপ।

বাকি, জগত প্রেম দেখেই নি। ভগবান মহাবীর চলে যাওয়ার পরে প্রেম শব্দ দেখেই নি। সব আসক্তি। এই সংসারে প্রেম শব্দের উপযোগ হয় ও তো আসক্তির জন্য উপযোগ করে। প্রেম যদি তার লেবেলে হয়, নর্মেলিটিতে হয় তখন পর্যন্ত ও প্রেম বলা হয়। আর নর্মেলিটি ছাড়ে তখন সেই প্রেম ফের আসক্তি বলা হয়। মা'র প্রেম তাকে প্রেম বলে অবশ্য। কিন্তু সেই 'নর্মেলিটি' চলে যায়, সেইজন্য আসক্তি বলা হয়। বাকি, প্রেম ও পরমাত্ম স্বরূপ হয়। নর্মাল, প্রেম ও পরমাত্ম স্বরূপ।

গুরু-শিষ্যের প্রেম !

শুদ্ধ প্রেমে সমস্ত কপাট খুলে যায়। গুরুর সাথে প্রেমে কি না মেলে ? সাচ্চা গুরু আর শিষ্যের মাঝে তো প্রেমের হিসাব এত সুন্দর হয় যে গুরু যা বলে ও তার অনেক পছন্দ হয়। এমন তো প্রেমের অঙ্ক হয়। কিন্তু এখন তো এই দুজনের মধ্যে ও ঝগড়া চলতে থাকে।

এক জায়গায় তো শিষ্য আর গুরু মহারাজ, দুজনে মারামারি করতে থাকে। তো আমাকে একজন বলে যে, 'চলুন উপরে।' আমি বলি, 'দেখা উচিত না, আরে বেটা, খারাপ দেখায়। ও তো সব চলে। জগত এমন ই হয়। শাশুড়ি-বউ ঝগড়া করে না ? তেমন ই এ ও ! শত্রুতা বেঁধে আছে, সেই শত্রুতা পুরা হতে থাকে। শত্রুতা বাঁধা হয়ে আছে। যদি প্রেমের জগত হত তখন তো সারা দিন ই তার কাছ থেকে ওঠা ভাল লাগে না। লাখ টাকার কামাই হয় তখনো বলবে, থাকতে দাও না ! এ তো কামাই না হয় তখনো বাইরে চলে যায় বেটা ! কেন বাইরে চলে যায় ? ঘরে পছন্দ নয়, শান্তি হয় না !

স্বামী ? না, 'কম্পেনিয়ন' !

এ তো সব 'রং বিলীফ'। 'আমি চন্দুভাই', ও রং বিলীফ। ফের ঘরে যায় তখন আমরা বলি, 'এ কে ?' তখন সে বলে, 'চিনলে না ? এই স্ত্রীর আমি স্বামী।' আহা, বড় এসেছে ! যেন স্বামীর স্বামী ই হয় না এমন কথা বলে তো ? স্বামীর স্বামী কেউ হয় না ? তো ফের উপরের স্বামীর আমরা স্ত্রী হই আর নিজের স্ত্রী এ হয়। এ কি গোলমালে পড়লে ? স্বামী ই কিসের জন্য হয় ? আমার 'কম্পেনিয়ন', বল। ফের কি বাঁধা ?

প্রশ্নকর্তা : 'দাদা' এ অনেক মডার্ন ভাষার উপযোগ করেছেন।

দাদাশ্রী : তাহলে কি ? টসল কম হয়ে যায় তো ! হ্যাঁ, এক রূমে 'কম্পেনিয়ন' আর সে, দুজনে থাকে, তো একজন চা বানায় আর অন্যজন খায়, তখন অন্যজন তার জন্য অন্য কাজ করে দেয়। এমন করে 'কম্পেনিয়ন' চলতে থাকে।

প্রশ্নকর্তা : 'কম্পেনিয়ন'এ আসক্তি হয় কি না ?

দাদাশ্রী : তাতেও আসক্তি হয় । কিন্তু সেই আসক্তি এর মত নয় । এ তো শব্দ ই এমন আসক্তিওয়ালা ! এই শব্দ গাঢ় আসক্তির হয় । 'স্বামীগিরি আর স্বামীত্ব' এই শব্দে ই এত গাঢ় আসক্তি আছে যে 'কম্পেনিয়ন' বলে তো আসক্তি কম হয়ে যায় ।

আমার না .....

এক ব্যক্তি ছিল, ওনার ওয়াইফ কুড়ি বছর পূর্বে মারা গিয়েছিলেন । তো একজন আমাকে বলে যে, 'এই কাকাকে আমি কাঁদাবো ?' আমি বলি, 'কিভাবে কাঁদাবে ? এই বয়সে তো কাঁদবে না ।' তখন সে বলে, 'দেখুন, উনি কেমন সেন্সিটিভ !' ফের সেই ভাইপো বলে, কি কাকাবাবু, কাকির কথা তো বলতেই হয় না । যেমন ওনার স্বভাব !' এমন সে বলে যাচ্ছিল, তখন সেই কাকা বাস্তবে কেঁদে ফেলে ! আরে, কেমন এই চক্কর ! ষাট বছর বয়স হয়েছে এখন ও স্ত্রীর জন্য কান্না পায় ? এ তো কি ধরণের চক্কর ? এমন লোক তো ওখানে সিনেমায় ও কেঁদে ফেলে তো ? ওতে কেউ মরে যায় তো দর্শক ও কেঁদে ফেলে ।

প্রশ্নকর্তা : তো এই আসক্তি যায় কেন না ?

দাদাশ্রী : ও তো যায় না । 'আমার, আমার' করে করেছে না, ও 'আমার না, আমার না' জপ করে তবে বন্ধ হয়ে যায় । ও তো যে প্যাঁচ লাগিয়েছে, সে তো ছাড়াতেই হবে তো !

মতভেদ বাড়ে, তেমন প্রেম বাড়ে ?

মতভেদ হয় কি না বৌয়ের সাথে ? 'ওয়াইফ'এর সাথে মতভেদ ?

প্রশ্নকর্তা : মতভেদ বিনা তো হাসবেন্ড-ওয়াইফ বলা ই যায় না ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এমন ? এমন হয়, এমন নিয়ম আছে কি ? বই এ এমন নিয়ম লেখা আছে কি যে মতভেদ হয় তবেই হাসবেন্ড-ওয়াইফ বলা হয় ? অল্প-সল্প মতভেদ হয় কি না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ ।

দাদাশ্রী : তো ফের হাসবেন্ড আর ওয়াইফ কম হতে থাকে, না ?

প্রশ্নকর্তা : প্রেম বাড়তে থাকে।

দাদাশ্রী : প্রেম বাড়তে থাকে তেমন-তেমন মতভেদ কম হতে থাকে, না ?

প্রশ্নকর্তা : যত মতভেদ বাড়তে থাকে, যত ঝগড়া বাড়তে থাকে, তত প্রেম বাড়তে থাকে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ। ও প্রেম বাড়ে না, ও আসক্তি বাড়ে। প্রেম তো জগত দেখেই নি। কখনো প্রেম শব্দ দেখেই নি জগত। এ তো আসক্তি ই সব। প্রেমের স্বরূপ ই আলাদা প্রকারের হয়। এই আপনি আমার সাথে কথা বলছেন না, এ এখন আপনি প্রেম দেখতে পারবেন, আপনি আমাকে বকেন তো ও আপনার উপরে প্রেম রাখব। তখন আপনার মনে হবে যে ওহোহো ! প্রেমস্বরূপ এমন হয়। কথা টা শুনলে ফায়দা হয় কিছু এ ?

প্রশ্নকর্তা : সম্পূর্ণ ফায়দা।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সাবধান হয়ে যাও। নয় তো মূর্খ বানিয়েছে জানবে। আর প্রেম কি হয় ? আপনার মধ্যে প্রেম আছে, ও ওনার মধ্যে আছে ? নিজের মধ্যে প্রেম হয় তো সামনের জনের মধ্যে হয়। নিজের মধ্যে প্রেম নেই, আর সামনের জনের মধ্যে প্রেম খুঁজি আমরা যে 'আপনার মধ্যে প্রেম দেখা যায় না ?' বেটা, প্রেম খোঁজে ? ও প্রেমী নয় ! এ তো প্রেম খোঁজে ? সাবধান হয়ে যা, এখন প্রেম আছে কি? যে যার খপ্পরে আসে তাকে ভোগে, লুটবাজী করে।

এতে প্রেম কোথায় রইলো ?

স্বামী আর স্ত্রীর প্রেমে স্বামী যদি কোন দিন উপার্জন করে না আনে তো প্রেমের খবর জানা যায়। বউ কি বলে ? 'চুলায় কি আমি তোমার পা রাখব ? স্বামী উপার্জন না করে তো বউ এমন বলে কি না ? সেই মুহূর্তে তার প্রেম কোথায় গেল ? প্রেম হতে পারে কি এই জগতে ? এ তো আসক্তি। যদি এই খাওয়া-দাওয়ার সব কিছু থাকে তো সেই প্রেম (!) দেখা যায় আর স্বামী বাইরে কোথাও আটকে থাকে তো সে বলবে যে, 'আপনি এমন করেন তো আমি চলে যাবো।' অর্থাৎ বৌ উপর থেকে স্বামী কে ধমকায়। ও তো বেচারা দোষী সেইজন্য নরম পড়ে যায়। আর এতে কি প্রেম করার মত থাকে ফের ? এ তো যেমন-তেমন করে গাড়ি চালিয়ে যেতে হয়। খাওয়া-দাওয়া বউ বানিয়ে দেয় আর আমরা পয়সা উপার্জন করে আনি। এইভাবে যেমন-তেমন করে গাড়ি এগিয়ে চলে মিয়াঁ-বিবির !

আসক্তি সেখানেই 'রিএক্সন' !

প্রশ্নকর্তা : পরন্তু অনেক বার আমরা দ্বেষ না করতে চাই তখনো দ্বেষ হয়ে যায়, তার কি কারণ ?

দাদাশ্রী : কার সাথে ?

প্রশ্নকর্তা : কখনো স্বামীর সাথে এমন হয় তো ?

দাদাশ্রী : ও দ্বেষ বলা হয় না। সর্বদা ই এই আসক্তির প্রেম হয় যে, ও রিঅ্যাক্সনেরী হয়। সেইজন্য যদি বিরক্ত হয় তখন এ আবার উলটা চলে। উলটা চলে সেইজন্য ফের কিছু সময় আলাদা থাকে তো আবার প্রেম বাড়ে। আর আবার প্রেম চোট দেয়, তখন সংঘাত হয়। আর সেইজন্য ফের আবার প্রেম বাড়ে। যখন অনেক বেশি প্রেম হয় সেখানে বাদানুবাদ হয়। সেইজন্য যেখানে কোন ও বাদানুবাদ চলতে থাকে, সেখানে ভিতরে প্রেম আছে লোকদের ! ও প্রেম থাকে তবেই বিবাদ হয়। পূর্ব ভবের প্রেম থাকে তো বিবাদ হয়। অনেক বেশী প্রেম আছে। নয় তো বিবাদ হবেই না তো ! এই বিবাদের স্বরূপ ই এ।

তাকে লোকে কি বলে ? 'সংঘাত হলেই তো আমাদের প্রেম হয়।' তখন সেই কথা সত্য কিন্তু। সেই আসক্তি সংঘাত থেকেই হয়েছে। যেখানে সংঘাত কম হয় সেখানে আসক্তি হয় না। যে ঘরে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সংঘাত কম হয় সেখানে আসক্তি কম আছে, এমন ধরে নেবে। বুঝতে পার এমন কথা ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ। আর বেশি আসক্তি হয় সেখানে বিমুখ অধিক হয় তো ?

দাদাশ্রী : ও তো আসক্তি থেকেই সব ঝামেলা দাঁড়িয়ে যায়। যে ঘরে দুজনে মুখোমুখি ঝগড়া করে তো আমরা বুঝে নেব যে এখানে আসক্তি অধিক আছে। এতটুকু জেনে নেবে। সেইজন্য ফের আমরা নাম কি রাখি ? 'ঝগড়ালু' এমন বলব না। চড় মারে মুখোমুখি, তো ও আমি ওদের 'ঝগড়ালু' এমন বলি না। আমি তাকে তোতামস্তী বলি। তোতা এভাবে চঞ্চু মারে, সে এভাবে চঞ্চু মারে, তখন অন্য তোতা এভাবে মারে, কিন্তু শেষে রক্ত বের হয় না, হ্যাঁ, ও তোতামস্তী ! আপনি দেখেন নি তোতামস্তী ?

এই এমন সত্য কথা শুনি তখন আমাদের নিজের ভুলের আর নিজের মূর্খতার উপরে হাসি পায়। আসল কথা শোনে তখন মানুষের বৈরাগ্য আসে আর যে আমরা এমন ভুল করেছি ? আরে, ভুল ই না, পরন্তু মার ও অনেক খেয়েছে !

দোষ, আক্ষেপ সেখানে প্রেম কোথা থেকে ?

জগত আসক্তি কে প্রেম মনে করে জড়িয়ে পড়ে। স্ত্রীর স্বামীর সাথে কাজ আর স্বামীর স্ত্রীর সাথে কাজ, এই সব কাজ থেকেই দাঁড়িয়ে গেছে। কাজ না হয় তো ভিতরে সবাই চিৎকার করে, হট্টগোল করে। সংসারে এক মিনিট ও নিজের কেউ হয় ই নি। নিজের কেউ হয় ই না। ও তো যখন আটকায় তখন জানতে পারে। এক ঘন্টা ছেলে কে আমরা বকাবকি করি তখন জানতে পারা যায় যে ছেলে নিজের কি পরের। নালিশ দায়ের করার জন্য ও তৈয়ার হয়ে যায়। তখন বাপ ও কি বলে? 'আমার নিজের উপার্জন। তোকে এক পয়সা ও দেব না' বলবে। তখন ছেলে বলবে, 'আমি আপনাকে মার-ধর করে নিয়ে নেব।' এতে *পোতাপণু* (স্বয়ং, নিজে আর আমার-এমন আরোপন /আমারপন) হয় কি ? এক জ্ঞানী পুরুষ ই নিজের হয়।

বাকি, এতে প্রেম বলে কোন জিনিস নেই। এই সংসারে প্রেম খুঁজবে না। কোন জায়গায় প্রেম হয় ই না। প্রেম তো 'জ্ঞানী পুরুষ'এর কাছে হয়। অন্য সব জায়গায় তো প্রেম কমে যায় আর ফের লড়াই-ঝগড়া হয় আবার। লড়াই-ঝগড়া হয় কি হয় না ? ও প্রেম বলা হয় না। ও আসক্তি সব। তাকে আমাদের জগতের লোকেরা প্রেম বলে। উল্টো ই বলা সেই ধান্দা। প্রেমের পরিণাম, ঝগড়া হয় না। প্রেম তার ই নাম যে কারো দোষ দেখে না।

প্রেমে কখনো সারা জীবনে ছেলের দোষ দেখে না, স্ত্রীর দোষ দেখে না, তাকেই প্রেম বলা হয়। প্রেমে দোষ দেখায় ই না ওর আর এ তো লোকের কত দোষ দেখে? 'তুই এমন আর তুই তেমন !' আরে, প্রেম বলেছিলি না ? কোথায় গেল প্রেম ? মানে, হয় না এ প্রেম। জগতে কোথাও প্রেম আছে কি ? প্রেমের একটা কণা জগত দেখে নি। এ তো আসক্তি।

আর যেখানে আসক্তি হয়, সেখানে আক্ষেপ না হয়ে থাকে না। ও আসক্তির স্বভাব। আসক্তি আছে সেইজন্য আক্ষেপ হতেই থাকে তো যে, 'আপনি এমন আর আপনি তেমন।' 'আপনি এমন আর তুই এমন' এমন বলে তো, না ? আপনার

গ্রামে ওখানে বলে না কি বলে ? বলে ! সেই আসক্তির জন্য । কিন্তু যেখানে প্রেম হয়, সেখানে দোষ ই দেখায় না ।

সংসারে এই ঝগড়ার কারণেই আসক্তি হয় । এই সংসারে ঝগড়া তো আসক্তির ভিটামিন । ঝগড়া না হয় তখন তো বীতরাগ হওয়া যায় ।

প্রেম তো বীতরাগীদের ই !

এই মেয়েদের স্বামী পাস করে, সবকিছু দেখে পাস করে, ফের ঝগড়া করে কি না ? ঝগড়া করে ? তাহলে ও প্রেম বলা ই যায় না তো ! প্রেম তো চিরকালের জন্য হয় । যখন দ্যাখ তখন সে ই প্রেম, তেমন ই দেখায় । তার নাম প্রেম বলা হয় আর সেখানে আশ্বাসন নেওয়া হয় ।

এ তো আমাদের প্রেম জাগে আর একদিন সে মুখ ঘুরিয়ে বসে যায়, তখন কি কাজের তোমার প্রেম ! ফেল নর্দমায় এখান থেকে । মুখ ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তার প্রেমের কি করবে ? আপনার কেমন লাগে ?

প্রশ্নকর্তা : ঠিক আছে ।

দাদাশ্রী : কখনো মুখ না ফোলায়, তেমন প্রেম হওয়া উচিত । সেই প্রেম আমার কাছে মেলে ।

স্বামী ধমক দেয় তখনো প্রেম কম-বেশী না হয় তেমন প্রেম চাই । হীরার টপ্স এনে দেয়, সেই মূহুর্তে প্রেম বেড়ে যায়, ওটা ও আসক্তি । সেইজন্য এই জগত আসক্তি থেকেই চলে আসছে । প্রেম, ও তো 'জ্ঞানী পুরুষ' থেকে সোজা ভগবান পর্যন্ত হয়, তাঁদের কাছে প্রেমের লাইসেন্স হয় । ওনারা প্রেম দ্বারা ই লোক কে সুখী করে ফেলে । ওনারা প্রেম দ্বারা ই বাঁধে আবার, ছাড়াতে পারবে না । ও শুধু 'জ্ঞানী পুরুষ'এর কাছে, অন্তিম তীর্থঙ্কর পর্যন্ত সবাই প্রেমওয়ালা, অলৌকিক প্রেম ! যাদের লৌকিকতা নাম মাত্র হয় না ।

অতি পরিচয় থেকে অবজ্ঞা !

যেখানে বেশি প্রেম হয়, সেখানে ই অরুচী হয়, ও মানব স্বভাব । যার সাথে প্রেম হয়, আর অসুস্থ হয় তখন তার সান্নিধ্য ই বিরক্তিকর হয় । তাকে ভাল লাগে না আমাদের । 'তুমি যাও এখান থেকে, দূরে বস', বলতে হয় আর স্বামীর সাথে প্রেমের

আশা ই রাখবে না আর সে আমাদের কাছে প্রেমের আশা রাখে তো সে মূর্খ। এ তো আমাদের কাজের ই উদ্দেশ্য ! যেমন হোটেলওয়ালাদের ওখানে ঘর বাঁধতে যাই কি আমরা ? চা খেতে যাই তো পয়সা দিয়ে ফিরে আসি ! এই ভাবে কাজের মত কাজ করে নিতে হয় আমাদের।

প্রেমের আকর্ষণে নির্বাহ করে সর্ব ভুল !

ঘরের লোকের সাথে লাভ হয়েছে কখন বলা হয় যে ঘরের লোকের আমাদের প্রতি প্রেম জাগে, আমাদের বিনা ভাল লাগে না যে কখন আসবে, কখন আসবে এমন লাগে। লোকে বিয়ে করে কিন্তু প্রেম না, এ তো মাত্র বিষয় আসক্তি। প্রেম হয় তো যতই একে অপরের অনৈক্য হয় তবুও প্রেম যায় না। যেখানে প্রেম হয় না ও আসক্তি বলা হয়। আসক্তি মানে পায়খানা ! প্রেম তো আগে হত যে স্বামী বিদেশে চলে যায়, সে ফিরে না আসে তো সারা জীবন তার উপরেই চিত্ত থাকে, অন্য কেউ মনেই পরে না। আজ তো দুই বছর স্বামী না আসে তো অন্য স্বামী করে নেয় ! একে প্রেম কিভাবে বলা যায় ? এ তো পায়খানা, যেমন পায়খানা বদলায়, তেমন ! যা গলন হয় তাকে পায়খানা বলে। প্রেমে তো অর্পণতা হয় !

প্রেম মানে আকর্ষণ মনে হয় ও। আর সে সারা দিন মনে পরতে থাকে। বিয়ে দুই রূপে পরিণতি পায়, কোন সময় আবাদী তে যায়, তো কোন সময় বরবাদী তে যায়। প্রেম বেশি উপচাইয়া ওঠে তো আবার বসে যায়। যা উপচায়, ও আসক্তি। সেইজন্য যেখানে উপচাইয়া ওঠে সেখান থেকে দূরে থাকবে। আকর্ষণ তো আন্তরিক হতে হবে। বাইরের চেহারা বিগড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় তখনো প্রেম যতটা ততটা ই থাকে। এ তো হাত জ্বলে গেছে আর আমরা বলি যে, 'একটু ধুইয়ে দাও' তো স্বামী বলবে যে, 'না, আমার দ্বারা দেখা যায় না !' আরে, সেই দিন তো হাত বুলিয়েছিলে, আর আজ কেন এমন ? এই ঘৃণা কি করে চলবে ? যেখানে প্রেম আছে সেখানে ঘৃণা নেই আর যেখানে ঘৃণা আছে সেখানে প্রেম নেই। সংসারী প্রেম ও এমন হওয়া উচিত যে একদম কম না হয়ে যায় আর একদম বেড়ে না যায়। নর্মালিটিতে থাকা উচিত। জ্ঞানীর প্রেম তো কখনো কম-বেশী হয় না। সেই প্রেম তো আলাদা ই হয়, তাকে পরমাত্ম প্রেম বলা হয়।

প্রেম সব জায়গায় থাকা উচিত। সারা ঘরে প্রেম ই থাকা উচিত। যেখানে প্রেম আছে সেখানে ভুল বের করে না কেউ। প্রেমে ভুল দেখায় না। আর এ প্রেম নয়, ইগোইজম। আমি স্বামী এমন ভান হয়। প্রেম তার নাম বলা হয় যে ভুল না

লাগে। প্রেমে যতই ভুল হয় তো নির্বাহ করে নেয়। আপনি বুঝতে পারেন ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : সেইজন্য ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তো প্রেমের জন্য যেতে দেবে। এই ছেলের উপরে আপনার প্রেম হয়, তো ভুল দেখায় না ছেলের। হবে ভাই, কোন অসুবিধা নেই। প্রেম নির্বাহ করে নেয় সব। নির্বাহ করে নেয় তো ?

বাকী, এ তো আসক্তি সব ! ক্ষণিকে বউ, সে গলায় হাত দেয় আর সেঁটে যায় আর ফের ক্ষণিকে আবার বাচাল হয়ে যায়। 'তুই এমন করেছিস, তুই এমন করেছিস।' প্রেমে কখনো ভুল হয় না। প্রেমে ভুল দেখায় না। এ তো প্রেম ই কোথায় আছে ? চাই না, ভাই ?

আমাদের ভুল না দেখায় তো জানবে যে এর সাথে প্রেম আছে আমাদের ! বাস্তবে প্রেম হয় এদের মধ্যে ?

মানে একে প্রেম কি করে বলবে ?

বাকী, প্রেম দেখতে মেলে না এই কালে। যাকে সাচ্চা প্রেম বলা হয় না, ও দেখতে পাওয়া যায় না। আরে, এক ব্যক্তি আমাকে বলে যে 'এত বেশী আমার প্রেম আছে, তবু ও সে তিরস্কার করে !' আমি বলি, 'নয় এ প্রেম। প্রেম কে তিরস্কার কেউ করেই না।'

স্বামী খোঁজে আক্কেল, স্ত্রী দেখে বোধ !

তাহলে যে প্রেমে স্বয়ং নিজের ই বলিদান দেয়, নিজের 'সেফসাইড' রাখে না আর নিজের বলিদান দেয়, সেই প্রেম আসল। ও তো এখন মুস্কিল ব্যাপার।

প্রশ্নকর্তা : এমন প্রেম কে কি বলা হয় ? অনন্য প্রেম বলা হয় ?

দাদাশ্রী : একে প্রেম বলা হয় সংসারে। এ আসক্তি মানা হয় না আর তার ফল ও অনেক উঁচু মেলে। কিন্তু তেমন নিজে নিজেকে বলিদান দেওয়া, ও হয় না তো ! এ তো স্বয়ং নিজের 'সেফসাইড' রেখে কাজ করে যায়। আর 'সেফসাইড' না করে এমন স্ত্রী কত আর এমন পুরুষ কত ?

এ তো সিনেমা যাবার সময় আসক্তির সুরে আর সুরে। আর আসার সময় ‘বিনা আক্কেলের’ বলবে। তখন সে বলবে, ‘আপনার কোথায় বোধ আছে ? এমন কথা বলতে-বলতে ঘরে আসে। সে বোধ দেখতে থাকে !

প্রশ্নকর্তা : এ তো এমন এই সবার অনুভব আছে। কেউ বলে না, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি জানে যে ‘দাদা’ বলেছে, সেই কথা সত্যি।

প্রেম দ্বারা ই জেতা যায় !

প্রশ্নকর্তা : সংসারে থাকার পরে কত ই দায়িত্ব পুরা করতে হয় আর দায়িত্ব পালন করা ও এক ধর্ম। সেই ধর্মের পালন করতে থেকে, কারণ অথবা অকারণ কটু বচন বলতে হয়, তো ও পাপ কি দোষ মানা হয় ? এই সংসারী ধর্মের পালন করার সময় কটু বচন বলতে হয়, তো ও পাপ কি দোষ ?

দাদাশ্রী : এমন হয় যে, কটু বচন বলে সেই সময় আমাদের মুখ কেমন হয়ে যায় ? গোলাপের ফুল যেমন, না ? নিজের মুখ বিকৃত হয় তো জানবে যে পাপ লেগেছে। নিজের মুখ বিকৃত হয় এমন বাণী বের হয়েছে, সেখানেই জানবে যে পাপ লেগেছে। কটু বচন বলতে হয় না। ধীরে, আস্তে করে বলবে। অল্প কথা বলবে, পরন্তু আস্তে করে বুঝে বলবে, প্রেম রাখবে, এক দিন জয় করতে পারবে। কটুতাতে জয় করতে পারবে না। কিন্তু সে সামনে বিরোধিতা করবে আর উলটা পরিণাম বাঁধবে। সেই ছেলে উলটা পরিনাম বাঁধবে। ‘এখন তো কম বয়সের, সেইজন্য আমাকে এত বকাবকি করে। বেশী বয়সের হয়ে যাবো তখন ফিরিয়ে দেব।’ এমন পরিণাম ভিতরে বাঁধে। সেইজন্য এমন করবে না। ওকে বোঝাও। এক দিন প্রেম জিতবে। দুই দিনেই তার ফল আসবে না। দশ দিন, পনেরো দিন, এক মাস পর্যন্ত প্রেম রাখবে। দ্যাখ, সেই প্রেমের কি ফল আসে ও তো দ্যাখ ! আপনার পছন্দ হয়েছে এই কথা ? কটু বচন বল তো নিজের মুখ বিগড়ে যায় না ?

প্রশ্নকর্তা : আমরা অনেক বার বোঝাই তবু ও সে না বোঝে তো কি করব ?

দাদাশ্রী : বোঝানোর প্রয়োজন নেই। প্রেম রাখবে। তবুও আমরা ওকে বোঝাব আস্তে করে। নিজের প্রতিবেশীকে ও এমন কটু বচন বলি কি আমরা ?

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু তেমন ধৈর্য থাকত হবে তো ?

দাদাশ্রী : এখন পাহাড় থেকে পাথর পড়ে আর ও আপনার মাথায় পড়ে তো আপনি উপরে দেখে নেন আর ফের কার উপরে ক্রোধ করেন ? সেই মূহুর্তে শান্ত থাকেন তো ? কাউকে দেখা যায় না সেইজন্য আমরা ভাবি যে এ কেউ ফেলে নি। অর্থাৎ নিজে নিজেই পড়েছে। সেইজন্য তার আমরা দোষ মনে করি না। তখন ওটা ও নিজে নিজেই পড়ে। ও তো, ফেলাজন তো, ব্যক্তি দেখায় এতটুকুই। বাকী, ওটাও নিজে নিজেই পড়ে। আপনার ই হিসাব শোধ হয়ে যাচ্ছে সব। এই জগতে সব হিসাব শোধ হয়ে যাচ্ছে। নতুন হিসাব বাঁধছে আর পুরানো হিসাব শোধ হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছেন তো ? সেইজন্য সোজা বলবে ছেলের সাথে, ভাল ভাষা বলবে।

প্রেম দ্বারা পালন-পোষণ করবে চারা কে !

প্রশ্নকর্তা : ব্যবহারে কেউ ভুল করতে থাকে তো তাকে জানাতে হয়, তো তাতে তার দুঃখ হয়। তো ও কিভাবে তার সমাধান করব ?

দাদাশ্রী : বলতে হানি নেই, কিন্তু আমাদের জানতে হবে তো ! বলতে জানতে হবে তো, কি ?

প্রশ্নকর্তা : কি ভাবে ?

দাদাশ্রী : বাচ্চা কে বলে, 'তোর আক্কেল নেই, গাধা।' এমন বলে তো ফের কি হবে, সেখানে। ওর ও অহংকার আছে কি না ? আপনাকেই আপনার বস বলে যে 'আপনার আক্কেল নেই, গাধা।' এমন বলে তো কি হবে ? বলবে না এমন। কি ভাবে বলা যায় সেটা জানতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : কি ভাবে বলা উচিত ?

দাদাশ্রী : ওকে বসাও। ফের বলবে, আমরা হিন্দুস্থানের লোক, আর্য জাতি আমাদের, আমরা কোন আনাড়ী নই আর আমাদের থেকে এমন হওয়া উচিত না। এমন-তেমন সব বোঝাও আর প্রেম পূর্বক বল তো পথে আসবে। নয় তো আপনি তো মার, লেফট এন্ড রাইট, লেফট এন্ড রাইট নিয়ে নাও তো চলবে কি ?

পরিণাম প্রেম দ্বারা করে বিনা আসে না। একটা চারা ও পালন-পোষন করে বড় করতে হয় তো ও প্রেমপূর্বক করেন, তো খুব ভাল বাড়ে। কিন্তু এমনি ই জল ছিটাও, চিৎকার চেঁচামেচি কর, তো কিছু হয় না। একটা চারা বড় করতে হয় তো !

আপনি বলেন যে ওহোহো, খুব ভাল হয়েছে চারা। তো ওর ভাল লাগে। সে ও ভাল ফুল দেয় বড়-বড়! তো ফের এই মনূষ্যের তো কত অধিক প্রভাব হয় হয়তো ?

কথা বলার পদ্ধতি !

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আমার কি করতে হবে ?

দাদাশ্রী : আমাদের বলা মত না হয় তো আমরা চুপ হয়ে যাওয়া উচিত। আমরা মূর্খ, আমরা বলতে জানি না, সেইজন্য বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। আমাদের বলা মত ফলে না আর উলটা আমাদের মন খারাপ হয়, আমাদের অবতার খারাপ হয়। এমন কে করে ফের ?

সেইজন্য এক ব্যক্তি কে শোধরানো যায় এমন এই কাল নয়। সে ই বিগড়ে গেছে, সামনের জনকে কি শুধরাবে ফের ? সে ই 'উইকনেস'এর পুতুল, সে সামনের জনকে কি শুধরাবে ফের ? তার জন্য তো বলবান চাই। সেইজন্য প্রেমের ই প্রয়োজন হয়।

প্রেমের পাওয়ার !

সামনের জনের অহংকার দাঁড়াবেই ই না। আধিকারিক আওয়াজ আমাদের হয় না। সেইজন্য প্রভুত্ব না হয় যেন। ছেলে কে আপনি বলেন তো আধিকারিক আওয়াজ না হয় যেন।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, আপনি বলেছিলেন যে কেউ আপনার জন্য দরওয়াজা বন্ধ করে দেয়, তার আগেই আমাদের থেমে যাওয়া উচিত।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ঠিক কথা। সে দরওয়াজা বন্ধ করে দেয়, তার আগেই আমাদের থেমে যেতে হবে। তো ওকে বন্ধ করে দিতে হয়, সেই পর্যন্ত নিজের মূর্খতা বলা হয়, কি ? এমন না হওয়া উচিত আর আধিকারিক আওয়াজ তো কখনো আমার বের ই হয় নি। সেইজন্য আধিকারিক আওয়াজ না হওয়া উচিত। ছোট হয় তখন পর্যন্ত আধিকারিক আওয়াজ দেখাতে হয়। চুপচাপ বসে যা। তখনো আমি তো প্রেম ই দেখাই। আমি তো প্রেম দ্বারা ই বস করতে চাই।

প্রশ্নকর্তা : প্রেমে যত পাওয়ার আছে ততটা পাওয়ার সত্তা তে নেই না ?

দাদাশ্রী : না। কিন্তু আপনার প্রেম উৎপন্ন হয় না তো, যখন পর্যন্ত এই আবর্জনা বের না হয়ে যায়, আবর্জনা সব বের হয় কি বের হয় না ? কেমন ভাল অন্তরের ! যে হার্টিলি হয় তো তার সাথে হস্তক্ষেপ করবে না, তার সাথে ভাল ভাবে থাকবে। বুদ্ধিমান দের সাথে হস্তক্ষেপ করবে, করতে হয় তো।

চারা লাগিয়েছেন তো, আপনি তাকে বকতে হবে না যে দ্যাখ তুই টেড়া হবি না, ফুল বড় দিতে হবে। আমরা ওকে সার আর জল দিতে থাকতে হবে। যদি গোলাপের চারা এত সব কাজ করে, এই বাচ্চা তো মানুষ। আর মা-বাবা আঘাত ও করে, মারে ও।

সর্বদা প্রেম দ্বারা ই শুধরায় জগত। এর বাদে অন্য কোন উপায় ই নেই এর জন্য। যদি প্রভাবে শুধরে যায় তো এই গভর্নমেন্ট ডেমোক্রেসী... সরকার লোকতন্ত্র উড়িয়ে দেবে আর যে কোন দোষ করে, তাকে জেলে ভরে দেবে আর ফাঁসি দিয়ে দেবে। প্রেম দ্বারা ই শুধরায় জগত।

প্রশ্নকর্তা : অনেক বার সামনের ব্যক্তি, আমরা প্রেম করি তবুও বুঝতে পারে না।

দাদাশ্রী : ফের আমরা কি করা উচিত ওখানে ? সিং মারবে ?

প্রশ্নকর্তা : জানি না, কি করব ফের ?

দাদাশ্রী : না, সিং মারে ফের। ফের আমরা ও সিং মারি তখন সে ও সিং মারে, ফের শুরু লড়াই। জীবন ক্লেশকর হয়ে যায় ফের।

প্রশ্নকর্তা : তো এমন সংযোগে আমরা কিভাবে সমতা রাখতে হবে ? এমন তো আমাদের হয়ে যায় তো ওখানে কিভাবে থাকব ? বোধে আসে না যে তখন কি করব ?

দাদাশ্রী : কি হয়ে যায় তো ?

প্রশ্নকর্তা : আমরা প্রেম রাখি আর সামনের জন না বোঝে, আমাদের প্রেম না বোঝে, তো আমরা কি করব ফের ?

দাদাশ্রী : কি করবে ? শান্ত থাকতে হবে আমাদের। শান্ত থাকবে, অন্য কি করব আমরা ওকে ? কি মারব ওকে ?

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আমরা সেই কক্ষে পৌঁছাইনি যে শান্ত থাকা যায়।

দাদাশ্রী : তো ফের লাফাবো আমরা সেই ক্ষণে ! অন্য কি করবে ? পুলিস ধমক দেয় তখন কেন শান্ত থাক ?

প্রশ্নকর্তা : পুলিসের অথরিটী আছে, ওদের ক্ষমতা আছে।

দাদাশ্রী : তো আমরা ওকে অথরাইজ (প্রাধিকার/অধিকৃত) করে দেওয়া উচিত। পুলিসের সামনে সোজা থাকে আর এখানে সোজা থাকতে পারে না !

বালক, প্রেম ক্ষুধার্ত !

আজকালের বাচ্চাদের বাইরে যাওয়া ভাল লাগে না এমন করে ফেল, যে ঘরে আমাদের প্রেম, প্রেম আর প্রেম ই দেখে। ফের আমাদের সংস্কার চলে।

আমাদের যদি শুধরাতে হয় তো সব্জী শুধরাও (পরিস্কার করা, কাটা) কিন্তু বাচ্চাদের শুধরাবে না ! এই লোকেরা সব্জী শুধরাতে জানে। সব্জী শুধরাতে জানে না ?

প্রেম, এভাবে বিন্যস্ত কর !

আর আপনি ওকে একটা চড় মারেন তো সে কাঁদতে শুরু করে, তার কি কারণ ? ওর লেগেছে সেই জন্য ! না, ওর লাগার দুঃখ নেই। ওর অপমান করেছ, তাতে ওর দুঃখ হয়।

প্রেমে ই বশ হয়ে যায় !

এই জগত কে শুধরানোর রাস্তা ই প্রেম। জগত যাকে প্রেম বলে ও প্রেম নয়, ও তো আসক্তি। এই বেবী কে প্রেম কর, কিন্তু সে প্যালা ভাঙ্গে তো প্রেম থাকবে ? তখন তো বিরক্ত হন। সেইজন্য ও আসক্তি।

প্রেমে ই শুধরায় জগত !

আর প্রেমে দ্বারা ই শুধরায়। এই সব শুধরাতে হয় তো, তো প্রেম দ্বারা শুধরায়। এই সবাই কে আমি শুধরাই যে, ও প্রেম দ্বারা শুধরাই। এ আমি প্রেম দ্বারা ই বলি কি না ! প্রেম দ্বারা ই বলি, সেইজন্য জিনিস বিগড়ায় না আর একটু দ্বেষে বল

তো সেই জিনিস বিগড়ে যায়। দুধে দই পড়েনি আর এমনি একটু হাওয়া লেগে যায়, তখন ও সেই দুধ দই হয়ে যায়।

সেইজন্য প্রেম দ্বারা ই সবকিছু বলা হয়। এই প্রেমওয়ালা মনুষ্য হয় যে, সে সবকিছু বলতে পারে। অর্থাৎ আমি কি বলতে চাইছি ? প্রেমস্বরূপ হয়ে যাও তো এই জগত আপনার ই। যেখানে শত্রুতা হয় সেখানে শত্রুতা থেকে ধীরে-ধীরে প্রেমস্বরূপ করে ফেল। শত্রুতায় এই জগত এত অধিক 'রাফ' দেখায়। দ্যাখ না, এখানে প্রেমস্বরূপ, কারো একটু ও খারাপ লাগে না আর কেমন সবাই আনন্দ করছে!

কদর চায় সেখানে প্রেম কেমন ?

বাকী, প্রেম দেখতে পাওয়া যায় না এই কালে। যাকে সাচ্চা প্রেম বলা হয়, ও দেখতে পাওয়া যায় না। আরে, এক ব্যক্তি আমাকে বলে, 'এত অধিক আমার প্রেম আছে তবুও সে তিরস্কার করে।' আমি বলি, 'নয় এ প্রেম। প্রেমের তিরস্কার কেউ করে ই না।'

প্রশ্নকর্তা : আপনি যে প্রেমের কথা বলেন, ওতে প্রেমের অপেক্ষা থাকে কি?

দাদাশ্রী : অপেক্ষা ? প্রেমে অপেক্ষা হয় না। মদ খায় তার উপরে ও প্রেম আর মদ না খায় তার উপরে ও প্রেম হয়। প্রেমে অপেক্ষা হয় না। প্রেম সাপেক্ষ হয় না।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু প্রত্যেক লোকের, আমার জন্য দুটো কথা ভাল বলে, এমন কদরের সবসময় ইচ্ছা হয়। কারো গালাগাল সহ্য করা ভাল লাগে না।

দাদাশ্রী : তার কদর করে এমন ইচ্ছা রাখে তাহলে ও প্রেম ই নয়। ও সব আসক্তি। ও সব মোহ ই হয়।

লোকে প্রেমের আশা রাখে, ওরা মূর্খ ই সব, 'ফুলিস'। আপনার পুণ্য হয় তো প্রেম পূর্বক কেউ ডাকবে। সেই পুণ্যের জন্য প্রেম আছে আর আপনার পাপের উদয় হয় তখন আপনার ভাই ই বলবে 'অকর্মণ্য তুই, এমন আর তেমন', যদিও যতই উপকার কর তখন ও। এ পুণ্য আর পাপের প্রদর্শন আর আমরা মনে করি যে সে ই এমন করে।

অর্থাৎ এ তো পুণ্য বলে যাচ্ছে, সেইজন্য প্রেম তো হয় ই না । 'জ্ঞানী পুরুষ' এর কাছে যায় তখন প্রেম যেমন জিনিস দেখতে পাওয়া যায় । বাকী, প্রেম তো জগতে কোন জায়গায় হয় না ।

ভিতরের পুঁজি সামলাও !

এ তো লোকে বাইরে কোন সংঘাত হয় তো বন্ধুত্ব ছেঁড়ে দেয় । প্রথমে বন্ধুত্ব হয় আর খুব প্রেমে থাকে তো বাইরে ও প্রেম আর ভিতরে ও প্রেম ! আর ফের যখন সংঘাত হয় তখন বাইরে ও সংঘাত আর ভিতরে ও সংঘাত । ভিতরে সংঘাত করতে হয় না । সে বোঝে না কিন্তু ভিতরে প্রেম থাকতে দিতে হয় । ভিতরে *সিলক* (পুঁজি) আছে তো, তখন পর্যন্ত মনুষ্যত্ব যাবে না । ভিতরের সিলক চলে যায় মানে মনুষ্যত্ব চলে যাবে ।

প্রেমে সংকুচিততা হয় না !

আমার মধ্যে প্রেম হবে কি হবে না ? অথবা আপনি একেলা ই প্রেমওয়ালা ? এ আপনি আপনার প্রেম সংকুচিত করে রেখেছেন যে 'এই ওয়াইফ আর এই বাচ্চা।' যখন কি আমার প্রেম বিস্তারপূর্বক হয় ।

প্রশ্নকর্তা : প্রেম এত সংকুচিত হতে পারে যে এক ই পাত্রের প্রতি সীমিত থাকে ?

দাদাশ্রী : সংকুচিত হয় ই না, তার নাম প্রেম । সংকুচিত হয় তো, যে এতটুকু 'এরিয়া' যতটুকু, তখন তো আসক্তি বলা হয় । সেই সংকুচিত কেমন ? চার ভাই হয়, আর চারজনের তিন-তিন সন্তান হয় আর একসাথে থাকে, তো তখন পর্যন্ত সবাই ঘরে 'আমাদের-আমাদের' বলে । 'আমাদের পেয়ালা ভেঙ্গে গেছে' সবাই এমন বলে । কিন্তু চারজন যখন আলাদা হয়ে যায় তখন তার পরের দিন, আজ বুধবার আলাদা হয়েছে তো বৃহস্পতি বারের দিন ওরা আলাদা ই বলে, 'এ আপনার আর এ আমাদের ।' এমন সংকুচিততা এসে যায় । সেইজন্য সমস্ত ঘরে প্রেম যে ছড়িয়ে ছিল, ও এখন ওরা আলাদা হয়েছে সেইজন্য সংকুচিত হয়ে গেছে । ফের পুরা পারার মত, যুবক মন্ডলের মত করতে হয়, তো আবার ওদের প্রেম সাথে হয় । বাকী প্রেম, সেখানে সংকুচিত হয় না, বিশালতা হয় ।

রাগ আর প্রেম

প্রশ্নকর্তা : তো প্রেম আর রাগ এই দুটো কথা বুঝিয়ে দিন।

দাদাশ্রী : রাগ ও পৌদগলিক জিনিস আর প্রেম ও আসল জিনিস। এখন প্রেম কেমন হওয়া উচিত ? যে বাড়ে না, কমে না, তার নাম প্রেম বলা হয়। আর বাড়ে-কমে ও রাগ বলা হয়। সেইজন্য রাগে আর প্রেমে ফারাক এমন হয় যে ও একদম বেড়ে যায় তো তাকে রাগ বলে, সেইজন্য ফেঁসে যায় ফের। যদি প্রেম বেড়ে যায় তো রাগে রূপান্তর হয়। প্রেম নেমে যায় তো দ্বেষে রূপান্তর হয়। সেইজন্য তার নাম প্রেম বলা হয় না তো ! ও তো আকর্ষণ আর বিকর্ষণ। সেইজন্য আমাদের লোকে যাকে প্রেম বলে, তাকে ভগবান আকর্ষণ বলে।

রাগ 'কঁজেজ', অনুরাগ 'ইফেক্ট' !

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু দাদা, রাগ হয় তার থেকে অনুরাগ হয়ে যায় আর ফের তার থেকে আসক্তি হয় ?

দাদাশ্রী : এমন হয়, রাগ ও কঁজেজ আর অনুরাগ আর আসক্তি ও 'ইফেক্ট'। ও 'ইফেক্ট' বন্ধ করতে হয় না , কঁজেজ বন্ধ করতে হয়। কারণ এই আসক্তি কেমন হয় ? এক বোন বলে, 'আপনি আমাকে জ্ঞান দিয়েছেন আর আমার পুত্র কে ও জ্ঞান দিয়েছেন। তবু ও কিন্তু আমার ওর প্রতি এত অধিক রাগ আছে যে এই জ্ঞান দিয়েছেন, তবুও রাগ যায় না।' তখন আমি বলি, 'ও রাগ নয়, বোন। ও আসক্তি।' তখন সে বলে, 'কিন্তু তেমন আসক্তি থাকা উচিত না তো ?' আসক্তি 'আপনার', 'শুদ্ধাত্মা'র নেই।"

দৃষ্টিফের থেকে আসক্তি !

প্রশ্নকর্তা : মনুষ্যের জগতের প্রতি কিসের জন্য আসক্তি হয় ?

দাদাশ্রী : সমস্ত জগত আসক্তিতেই আছে। যখন পর্যন্ত 'সেল্ফ'-এ থাকার শক্তি উৎপন্ন না হয়, 'সেল্ফ'-এর রমণতা উৎপন্ন না হয়, তখন পর্যন্ত আসক্তিতেই সবাই পড়ে আছে। সাধু-সন্যাসী-আচার্য, সবাই আসক্তিতেই পড়ে আছে। এই সংসারের, বউ-বাচ্চার আসক্তি ছাড়ায় তো পুস্তকের আসক্তি লেগে যায়, নয় তো 'আমি' 'আমার' আসক্তি ! ও সব আসক্তি ই, যেখানে যায় সেখানে।

আসক্তি মানে বিকৃত প্রেম !

যে প্রেম কম-বেশী হয় ও আসক্তি বলা হয়। আমার প্রেম কম-বেশী হয় না। আপনার কম-বেশী হয়, সেইজন্য ও আসক্তি বলা হয়। কদাচিৎ ঋণানুবন্ধীর সামনে প্রেম কম-বেশী হয় তো 'আমি' সেটা 'জানি'। এখন প্রেম কম-বেশী না হওয়া উচিত। নয় তো প্রেম একদম বেড়ে যায় তাহলেও আসক্তি বলা হয় আর কম হয়ে যায় তাহলেও আসক্তি বলা হয় আর আসক্তিতে সব সময় রাগ-দ্বেষ হতে থাকে। যে আসক্তি তাকেই প্রেম মানে, ও লোকভাষা কি না ! আবার অন্যেরা ও এমন ই করে, তাকেই প্রেম বলে। সম্পূর্ণ লোকভাষা ই এমন হয়ে গেছে !

প্রশ্নকর্তা : এতে প্রেম আর আসক্তির ভেদ একটু বুঝিয়ে দিন না !

দাদাশ্রী : যা বিকৃত প্রেম, তার নাম ই আসক্তি। এই জগত অর্থাৎ বিকৃত, তাতে যাকে আমরা প্রেম বলি ও বিকৃত প্রেম বলা হয় আর তাকে আসক্তি ই বলা হয়।

অর্থাৎ আসক্তিতেই সমস্ত জগত পড়ে আছে। আরে... ভিতরে বসে আছে না, সে অনাসক্ত আর ও সব অকামী হয় আবার আর এই সব কামনাওয়ালা। আসক্তি সেখানে কামনা। লোকে বলে যে 'আমি নিষ্কাম হয়ে গেছি।' পরন্তু আসক্তিতে থাকে তাকে নিষ্কাম বলা হয় না। আসক্তির সাথে কামনা থাকেই। কোন লোকে বলে না, যে 'আমি নিষ্কাম ভক্তি করি।' আমি বলি, 'করবি তো, তুই আর তোর বউ দুজনে করবি (!) কিন্তু আসক্তি যায় নি, তখন পর্যন্ত তুই কি ভাবে নিষ্কাম ভক্তি করবি ?'

আসক্তি তো এত পর্যন্ত সেঁটে যায়, যে ভাল কাপ-প্লেট হয় তো তাতেও সেঁটে যায়। আরে, এখানে কি জীবিত আছে ? একজন ব্যবসায়ীর ওখানে আমি গিয়েছিলাম, সে দিনে পাঁচ বার কাঠ দেখে আসত, তবেই ওর সন্তোষ হত। আহ ! এমন ও সুন্দর রেশমের মত গোল !! আর এভাবে হাত বুলাতে থাকতো, তখন তো ওর সন্তোষ হত। তো এই কাঠের উপরে কত আসক্তি ! মাত্র স্ত্রীর প্রতি আসক্তি হয়, এমন কিছু নেই। বিকৃত প্রেম যেখানে সাঁটে সেখানে আসক্তি !

আসক্তি থেকে মুক্তির মার্গ...

প্রশ্নকর্তা : আসক্তির সুক্ষ্ম স্বরূপ আপনি বুঝিয়েছেন। এখন সেই আসক্তি থেকে মুক্তি কিভাবে মেলে ?

দাদাশ্রী : 'আমি অনাশক্ত', এমন 'তার' ভান হয় তো মুক্তি পেয়ে যায়। আসক্তি বের করতে হবে না, 'অনাশক্ত হই' সেই ভান করতে হবে। বাকী, আসক্তি যায় না। এখন আপনি জিলাপি খাওয়ার পরে চা খান তো কি হবে ?

প্রশ্নকর্তা : চা ফিকা লাগবে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তেমন ই 'নিজের স্বরূপ' প্রাপ্ত হওয়ার পরে এই সংসার ফিকা লাগে, আসক্তি উড়ে যায়। 'নিজের স্বরূপ' প্রাপ্ত হয়ে যাওয়ার পরে যে তাকে সামলিয়ে রাখে, আমি বলি সেই অনুসারে আজ্ঞাপূর্বক থাকে তো তার এই সংসার ফিকা লাগবে।

আসক্তি বের করলে যায় না। কারণ এই লৌহচুম্বক আর আলপিন দুইএর আসক্তি যে আছে ও যায় না। সেই ভাবে এই মনুষ্যের আসক্তি যায় না। কম হয়, পরিণাম কম হয় কিন্তু যায় না। আসক্তি যায় কখন ? 'স্বয়ং' অনাসক্ত হয় তখন। 'স্বয়ং' আসক্ত ই হয়ে আছে। নামধারী মানে আসক্ত ! নামের উপর আসক্তি, সব কিছুতে আসক্তি ! স্বামী হয়েছে মানে আসক্ত, বাপ হয়েছে মানে আসক্ত !!

প্রশ্নকর্তা : তো সংযোগের প্রভাব না হয় ও আসল অনাসক্তি ?

দাদাশ্রী : না, অহংকার সমাপ্ত হওয়ার পরে অনাসক্ত হয় মানে অহংকার আর মমতা দুটোই চলে যায় তখন অনাসক্তি ! ও এমন কেউ হয় না।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ এই সব করে, কিন্তু তাতে আসক্তি থাকা চাই না, কর্ম লেপায়মান না হওয়া উচিত...

দাদাশ্রী : কিন্তু আসক্তি লোকের থাকেই, স্বাভাবিক রূপে। কারণ ওর নিজের মূল ভুলে যায় নি। 'রূটকঁজ' যেতে হবে। 'রূটকঁজ' কি হয় ? তো এ ওর 'আমি চন্দুভাই' এমন বিলীফ বসে গেছে। সেইজন্য চন্দুভাইয়ের জন্য কেউ বলে যে 'চন্দুভাই কে এমন করা হচ্ছে, এমন লোকসান করেছে' এমন-তেমন চন্দুভাইয়ের উপরে আরোপ লাগানো হয় তো 'সে' ক্রোধিত হয়ে যায়, 'তার' নিজের উইকনেস দাঁড়িয়ে যায়।

তো এ 'রূটকঁজ', ভুল বড় এটা। অন্য সব ভুল ই নয়। ভুল মূলে এটাই হয় যে 'আপনি' যা হন ও জানেন না আর যা নয় তেমন আরোপ করেন। লোকে নাম দিয়েছে, ও তো পরিচয়ের সাধন যে, 'ভাই, এ চন্দুভাই আর ইনকমটেক্স অফিসার।'

ও সব পরিচয়ের সাধন। এ এই স্ত্রীর স্বামী সেটাও পরিচয়ের সাধন। কিন্তু 'স্বয়ং' আসলে কে ?' ও জানে না, তার ই এই সব মুশকিল কি না ?

প্রশ্নকর্তা : অন্তিম মুশকিল তো সেখানেই আছে তো ?

দাদাশ্রী : অর্থাৎ এ 'রূটকঁজ'। সেই 'রূটকঁজ'কে ভাঙ্গতে পারা যায় তো কাজ হয়।

এই ভাল-খারাপ ও বুদ্ধির অধীন। এখন বুদ্ধির পেশা কি হয় ? যেখানে যায় সেখানে প্রফিট আর লস দেখে। বুদ্ধি বেশি কাজ করতে পারে না, প্রফিট আর লস ছাড়া। এখন তার থেকে দূর হয়ে যাও। অনাসক্ত যোগ রাখ। আত্মার স্বভাব কেমন হয় ? অনাসক্ত স্বরূপ। নিজের স্বভাব এমন। তুই ও স্বভাবে অনাসক্ত হয়ে যা। এখন যেমন স্বভাব আত্মার। তেমন স্বভাব আমরা করি তখন একাকার হয়ে যাই, ফের ও কিছু আলাদা ই না। স্বভাব ই বদলাতে হবে।

এখন আমরা আসক্তি রাখি আর ভগবান যেমন হয়ে যাব, ও কিভাবে হবে ? ও অনাসক্ত আর আসক্তির মাঝে মিল কিভাবে হবে ? নিজের মধ্য ক্রোধ আছে আর ফের ভগবানের সাথে মিলন কি ভাবে হবে ?

ভগবানে যে ধাতু আছে, সেই ধাতুরূপ তুই হয়ে যা। যা সনাতন, সেখানেই মোক্ষ। সনাতন মানে নিরন্তর। নিরন্তর থাকে সে ই মোক্ষ।

করতে যাই কি আর হয়ে গেল কি ?!!

প্রশ্নকর্তা : দাদা, আপনি কি ভাবে অনাসক্ত হলেন ?

দাদাশ্রী : সব নিজে নিজেই, 'বট নেচারেল' প্রকট হয়ে গেছে। এ আমি কিছু জানতে পারি না যে কিভাবে হয়েছে এ !

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এখন তো আপনি জানতে পারেন তো ? সেই সোপান আমাদের বলুন না।

দাদাশ্রী : আমি কিছু করতে যাই নি, কিছু হয় নি। আমি করতে যাই কি আর হয়ে গেছে কি ?! আমি তো একটু পায়েস বানাতে গিয়েছিলাম, দুধে চাল দিয়ে কিন্তু এ তো অমৃত হয়ে যায় !! ও পূর্বের জিনিস সব একত্র হয়ে গিয়েছিল। আমার এমন অবশ্য ছিল যে ভিতরে আমার কাছে কিছু আছে, এতটুকু অবশ্য জানা ছিল। তার

একটু *ঘেমরাজী* (নিজের সামনে অন্য কে তুচ্ছ মনে করা) থাকত।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ অনাসক্ত আপনি যে ভাবে হয়েছেন তো আমার এমন হয়েছে যে সেই ভাবে বর্ণন করেন, তো সেই ভাবে আমার বোধে আসবে।

দাদাশ্রী : এমন, এই 'জ্ঞান' নিয়েছে আর আমার আজ্ঞায় থাকে, ও অনাসক্ত বলা হয়। ফের যদিও ও খাওয়া-দাওয়া হোক অথবা কালা কোট পড়ে বা সাদা কোট-পেন্ট পড়ে আর হয়তো যা ই পড়ে। কিন্তু সে আমার আজ্ঞায় থাকে তো তাঁকে অনাসক্ত বলা হবে। এই আজ্ঞা অনাসক্তের ই প্রোটেক্সন।

আসক্তি, পরমাণুর সাইন্স !

এ কিসের মত হয় ? এই লৌহচুম্বক আর এই আলপিন এখানে পড়ে থাকে আর লৌহচুম্বক এমন-এমন করে তো আলপিন উপর-নীচে হয় কি হয় না ? হয়। লৌহচুম্বক পাশে রাখে তো আলপিন ওতে সেঁটে যায়। সেই আলপিনে আসক্তি কোথা থেকে এসেছে ? সেই ভাবে এই শরীরে লৌহচুম্বক নামের গুণ হয়। কারণ ভিতরে ইলেক্ট্রিকেল বডী আছে। সেইজন্য সেই বডীর আধারে সমস্ত ইলেকট্রিসিটী হয়েছে। তার থেকে শরীরে লৌহচুম্বক নামের গুণ উৎপন্ন হয়, তখন যেখানে নিজের পরমাণু মেলে সেখানে আকর্ষণ দাঁড়িয়ে যায় আর অন্যের সাথে কিছুই না। সেই আকর্ষণ কে লোকে রাগ-দ্বেষ বলে। বলবে, 'আমার দেহ টানে।' আরে, তোর ইচ্ছা নেই তো দেহ কেন টানে ? মানে 'তুই' কে সেখানে ?

আমরা দেহ কে বলি, 'তুই যাবি না', তখনো উঠে চলতে থাকে। কারণ পরমাণুর নির্মিত কি না, পরমাণুর আকর্ষণ এ। অনুরূপ পরমাণু আসে সেখানে এই দেহ আকর্ষিত হয়ে যায়। নয় তো নিজের ইচ্ছা না হয় তখন ও এই দেহ কিভাবে টেনে যায়। এই দেহ আকর্ষিত হয়, তাকে এই জগতের লোকেরা বলে, 'আমার এর উপরে অনেক অনুরাগ আছে।' আমরা জিজ্ঞাসা করি, 'আরে, তোর ইচ্ছা টানার আছে ?' তো সে বলবে, 'না, আমার ইচ্ছা নেই, তখনো টেনে নেয়।' তো ফের এ অনুরাগ নয়। এ তো আকর্ষণের গুণ । কিন্তু জ্ঞান না হয় তখন পর্যন্ত আকর্ষণ বলা হয় না, কারণ ওর মন তো এমন ই মানে যে আমি ই করলাম।' আর এই 'জ্ঞান' হয় তো নিজে শুধু জানে যে দেহকে আকর্ষণে টেনেছে আর এ আমি কিছু করি নি। সেইজন্য এই দেহকে টানে তো, ও দেহকে ক্রিয়াশীল বানায়। এই সব পরমাণুর ই আকর্ষণ।

এই মন-বচন-কায়া আসক্ত স্বভাবের হয়। আত্মা আসক্ত স্বভাবের নয় আর এই দেহ আসক্ত হয়, ও লৌহচুম্বক আর আলপিন যেমন। কারণ ও যেমন ই লৌহচুম্বক হোক তবুও তামা কে টানবে না। কাকে টানবে সে ? হ্যাঁ, শুধু লোহা কে ই টানবে। পিতল হয় তো টানবে না। অর্থাৎ স্বজাতীয় কে ই টানবে। তেমন এতে যে পরমাণু আছে না নিজের বডিতে, ও লৌহচুম্বক যেমন ই, ও স্বজাতীয় কে ই টানে। সমান স্বভাবের পরমাণু আকর্ষিত করে। পাগল স্ত্রীর সাথে খাপ খায় আর বুদ্ধিমান বোন আছে, সে তাকে ডাকে তখন তার সাথে খাপ খায় না। কারণ পরমাণু মেলে না।

সেইজন্য এই ছেলের উপরে আসক্তি ই আছে শুধু। পরমাণু-পরমাণু মিলে যায়। তিন পরমাণু নিজের আর তিন পরমাণু ওর, এভাবে পরমাণু মিলে যায় তখন আসক্তি হয়। আমার তিন আর আপনার চার হয় তো কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ বিজ্ঞান এই সব তো।

এই আসক্তি, ও দেহের গুণ, পরমাণুর গুণ। ও কেমন হয় ? লৌহচুম্বক আর আলপিনে যেমন সম্বন্ধ হয় তেমন, দেহের সঙ্গে মিলে যায় তেমন পরমাণুতেই দেহ টানে, ও আসক্তি।

আসক্তি তো এববভ নর্মাল আর বিলো নর্মাল ও হতে পারে। প্রেম নর্মালিটিতে হয়, এক রকম ই হয়, তাতে কোন প্রকারের বদল হয় ই না। আসক্তি তো জড়ের আসক্তি, চেতনের তো বিন্দু মাত্র ও হয় না।

ব্যবহারে অভেদতা থাকে, তার ও কারণ থাকে। ও তো পরমাণু আর আসক্তির গুণ, কিন্তু তাতে কোন ক্ষণে কি হবে ও বলতে পারা যায় না। যখন পর্যন্ত পরমাণু মিলে যায় তখন পর্যন্ত আকর্ষণ থাকে, তার কারণে অভেদতা থাকে। আর পরমাণু না মেলে তো বিকর্ষণ হয় আর শত্রুতা হয়। সেইজন্য আসক্তি হয়, সেখানে শত্রুতা হয় ই। আসক্তি তে হিতাহিতের ভান থাকে না। প্রেমে সম্পূর্ণ হিতাহিতের ভান থাকে।

এ তো পরমাণুর সাইন্স। তাতে আত্মার কোন লেনা-দেনা নেই। কিন্তু লোকে তো ভ্রান্তি তে পরমাণুর টান কে মানে যে, 'আমাকে টেনেছে।' আত্মা টানা হয় না।

কোথায় ভ্রান্ত মান্যতা ! কোথায় বাস্তবিকতা !

এ তো সুই আর লৌহচুম্বকের আকর্ষণের কারণ আপনার এমন মনে হয় যে আমার প্রেম আছে সেইজন্য আমার আকর্ষণ হয় । কিন্তু ও প্রেম যেমন জিনিস ই না।

প্রশ্নকর্তা : তো এই লোকেরা জানতে পারে না যে নিজের প্রেম আছে কি নেই ?

দাদাশ্রী : প্রেম তো সবাই জানতে পারে । দেড় বছরের বালক ও জানতে পারে, তাকে প্রেম বলা হয় । এই অন্য সব তো আসক্তি । হয়তো যেমন ই সংযোগ হয় ও প্রেম বাড়ে না আর কমে না, তাকে প্রেম বলা হয় । বাকী, একে প্রেম বলা ই যাবে কিভাবে ? এ তো ভ্রান্তির । ভ্রান্তভাষার কথা ।

আসক্তি থেকে উদ্ভব হয় শত্রুতা !

সেইজন্য জগত সব ই দেখেছে কিন্তু প্রেম দেখে নি আর জগত যাকে প্রেম বলে ও তো আসক্তি । আসক্তি থেকে এই ঝঞ্ঝাট দাঁড়ায় সমস্ত ।

আর লোকে মনে করে যে প্রেমের জন্য এই জগত দাঁড়িয়ে আছে । কিন্তু প্রেমের জন্য এই জগত দাঁড়িয়ে নেই, শত্রুতায় দাঁড়িয়ে আছে । প্রেমের ফাউন্ডেশন ই নেই । এ শত্রুতার ফাউন্ডেশনের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, ফাউন্ডেশন ই শত্রুতার । সেইজন্য শত্রুতা ছাড় । সেইজন্য তো আমি শত্রুতা কে বের করে দিতে বলি তো ! সমভাবে *নিকাল* (সমাধান) করার কারণ ই এ ।

ভগবান বলেন যে, দ্বেষ *পরিষহ* (সমাবেশ) উপকারী । প্রেম পরিষহ কখনো চলে যায় না । সমস্ত জগত প্রেম পরিষহে ফেঁসে আছে । সেইজন্য প্রত্যেক কে দূরে থেকে 'জয়শ্রী কৃষ্ণ' করে ছাড়িয়ে যাবে । কারো প্রতি প্রেম রাখবে না আর কারো প্রেমে ফেঁসে যাবে না । প্রেমের তিরস্কার করে ও মোক্ষে যাওয়া যায় না ! সেইজন্য সাবধান হয়ে যাও ! মোক্ষে যেতে হয় তো বিরোধীদের ও উপকার মানবে। প্রেম করে সে ই বন্ধনে ফেলে, যখন কি বিরোধী উপকারী-হেল্পিং হয়ে যায় । যে আপনার উপরে প্রেম বর্ষণ করেছে, তার তিরস্কার না হয়, তেমন করে ছাড়িয়ে যাবে। কারণ প্রেমের তিরস্কার থেকে সংসার দাঁড়িয়ে আছে ।

‘স্বয়ং’ অনাসক্ত স্বভাবী ই !

বাকী, ‘আপনি’ অনাসক্ত ই । অনাসক্তি কোন আমি আপনাকে দিই নি । অনাসক্ত ‘আপনার’ স্বভাব ই আর আপনি এমন মানেন, দাদার উপকার মানেন যে দাদা অনাসক্তি দিয়েছেন । না, না, আমার উপকার মানার দরকার নেই । আর ‘আমি উপকার করি’ এমন মনে করি তো আমার প্রেম সমাপ্ত হয়ে যাবে । আমার দ্বারা ‘আমি উপকার করি’ এমন মানতে পারব না । সেইজন্য স্বয়ং নিজের সম্পূর্ণ বোধে থাকতে হয়, সম্পূর্ণ জাগৃতিতে থাকতে হয় ।

অর্থাৎ অনাসক্ত আপনার নিজের স্বভাব । আপনার কেমন লাগছে ? আমি দিয়েছি কি আপনার নিজের ই স্বভাব ?

প্রশ্নকর্তা : নিজের স্বভাব আছে তো !

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এমন বলুন না একটু । এ তো সবকিছু ‘দাদা দিয়েছেন, দাদা দিয়েছেন’ বলে, তো কবে পার আসবে ?!

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু তার খেয়াল তো আপনি করিয়েছেন তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু খেয়াল করিয়েছি, ততটুকুই ! বাকী ‘সব আমি দিয়েছি’ এমন বলেন কিন্তু ও আপনার ই আর আপনাকে দিয়েছি ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, আমাদের ও আপনি দিয়েছেন । কিন্তু আমাদের ছিল তেমন আমরা জানতাম কোথায় ?!

দাদাশ্রী : জানতেন না কিন্তু জানলেন তো অবশেষে ! জানলেন তার দম্ভ তো আলাদা ই হয় কি না ! তার দম্ভ কেমন পড়ে ? না ?! কেউ গাল দেয় তাতেও তার দম্ভ যায় না । হ্যাঁ, দম্ভ কেমন পড়ে ?! আর সেই দম্ভওয়ালার ? ‘এমন-এমন’ না করে তো, তো ঠান্ডা পড়ে যায় ! ‘এমন-এমন’ করা বাকি থেকে গেছে তো ‘রিসেপ্সন’এ, তো ঠান্ডা পড়ে যায় !! ‘সবাই কে করেছে আর আমি বাকি থেকে গেছি।’ দ্যাখ এই দম্ভ আর সেই দম্ভে কত পার্থক্য ?!

প্রশ্নকর্তা : সেইজন্য যাহাতে আসক্ত প্রথমে হয়, সেখানে ই ফের অনাসক্ত পদ আসবে ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ও তো রাস্তা কি না ! ও তার স্টেপিং ই সব । বাকী অন্তে অনাসক্ত যোগে আসতে হয় ।

অভেদ প্রেম সেখানে বুদ্ধির অন্ত !

ভগবান কেমন হয় ? অনাসক্ত ! কোন জায়গায় আসক্ত না ।

প্রশ্নকর্তা : আর জ্ঞানী ও অনাসক্ত ই হয় তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ । সেইজন্য ই আমার নিরন্তর প্রেম থাকে তো ও সব জায়গায় এক ই রকম, সমান প্রেম হয় । গাল দেয় তার উপরে ও সমান, ফুল অর্পণ করে তার উপরে ও সমান আর ফুল অর্পণ না করে তার উপরে ও সমান । আমার প্রেমে ভেদ পড়ে না আর অভেদ প্রেম হয়, সেখানে তো বুদ্ধি চলে যায় ফের । সর্বদা প্রেম প্রথমে, বুদ্ধি কে ছিঁড়ে ফেলে অথবা বুদ্ধি প্রেম কে আসক্ত বানায় । সেইজন্য বুদ্ধি আছে সেখানে প্রেম হয় না আর প্রেম আছে সেখানে বুদ্ধি হয় না । অভেদ প্রেম উৎপন্ন হয় তো বুদ্ধি সমাপ্ত হল অর্থাৎ অহংকার সমাপ্ত হল । ফের কিছু থাকল না আর মমতা না হয় তবেই প্রেমস্বরূপ হয়ে যাবে । আমি তো অখন্ড প্রেমওয়ালা ! আমার এই দেহের উপরে মমতা নেই । এই বাণীর উপরে মমতা নেই আর মনের উপরে ও মমতা নেই ।

বীতরাগতা থেকে প্রেমের উদ্ভব !

সেইজন্য সাচ্চা প্রেম কোথা থেকে আনবে ? ও তো অহংকার আর মমতা চলে যায় পরে ই প্রেম হয় । অহংকার আর মমতা না গিয়ে সাচ্চা প্রেম হয় না । সাচ্চা প্রেম অর্থাৎ বীতরাগতা থেকে উৎপন্ন হওয়ার সেই জিনিস । দ্বন্দ্বাতীত হওয়ার পরে বীতরাগতা হয় । দ্বৈত আর অদ্বৈত তো দ্বন্দ্ব । অদ্বৈত ওয়ালাদের দ্বৈতের বিকল্প আসতে থাকে । 'ও দ্বৈত, ও দ্বৈত, ও দ্বৈত !' তখন দ্বৈত এসে পড়ে উলটা । কিন্তু সেই অদ্বৈতপদ ভাল হয় । কিন্তু অদ্বৈত থেকে এক লাখ মাইল যাবে তার পরে বীতরাগতার পদ আসবে আর বীতরাগতার পদ আসার পরে ভিতরে প্রেম উৎপন্ন হবে আর যে প্রেম উৎপন্ন হয় ও পরমাত্ম প্রেম । দুটো চড় মারে তাহলে ও প্রেম কমে না আর কমে তো আমরা জানবো যে এ প্রেম ছিল না ।

সামনের জনের ধাক্কা আমাদের লেগে যায় তার বাঁধা নেই । কিন্তু আমাদের ধাক্কা সামনের জনের না লাগে ও আমাদের দেখতে হবে । তো প্রেম সম্পাদন হয় ।

বাকী, প্রেম সম্পাদন করতে হয় তো এমনি এমনি হয় না।

ধীরে-ধীরে সবার সাথে শুদ্ধ প্রেম স্বরূপ হতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : শুদ্ধ প্রেম স্বরূপ মানে কি ভাবে থাকতে হবে ?

দাদাশ্রী : কোন ব্যক্তি এখন গাল দিয়ে গেছে আর আবার আপনার কাছে এসেছে তখন ও আপনার প্রেম কমে যায় না, তার নাম শুদ্ধ প্রেম। এমন প্রেমের পাঠ শিখতে হবে, ব্যাস। অন্য কিছু শিখতে হবে না। আমি যা শেখাই তেমন প্রেম হতে হবে। এই জীবন পুরা হওয়া পর্যন্ত হয়ে যাবে তো সব ? সেই প্রেম শেখ এখন!

রীত, প্রেমস্বরূপ হওয়ার !

আসলে জগত যেমন হয় তেমন সে জানে, ফের অনুভব করে তো তার প্রেম স্বরূপ ই হবে। জগত 'যেমন হয় তেমন' কি হয় ? যে কোন জীব কিঞ্চিত মাত্র দোষী নয়, নির্দোষ ই হয় জীবমাত্র। কেউ দোষী দেখায় ও ভ্রান্তি থেকে ই দেখায়।

ভাল দেখায় সে ও ভ্রান্তি আর দোষী দেখায় সেটাও ভ্রান্তি। দুটোই এ্যাটেচ্‌মেন্ট-ডিটেচ্‌মেন্ট। অর্থাৎ কেউ দোষী আসলে হয় ই না আর দোষী দেখায় সেইজন্য প্রেম হয় না। সেইজন্য জগতের সাথে যখন প্রেম হবে, যখন নির্দোষ দেখাবে তখন প্রেম উৎপন্ন হবে। এই আমার-তোর ও কখন পর্যন্ত লাগে ? যে যখন পর্যন্ত অন্যদের আলাদা মনে করে তখন পর্যন্ত। তার সাথে ভেদ হয় তখন পর্যন্ত এ আমার মনে হয় তার জন্য। তো এই এ্যাটেচমেন্টওয়ালা কে আমার মনে করে আর ডিটেচ্‌মেন্টওয়ালা কে পরের মনে করে, সে প্রেম স্বরূপ কারো সাথে থাকে না।

সেইজন্য এই প্রেম ও পরমাত্মা গুণ, সেইজন্য আমরা ওখানে আমাদের আগের সেই সমস্ত দুঃখ ভুলে যাই সেই প্রেমে। মানে প্রেম দ্বারা বাঁধা অর্থাৎ ফের অন্য কিছু বাঁধার জন্য থাকে না।

প্রেম কখন উৎপন্ন হয় ? যে এখন পর্যন্ত ভুল হয়েছিল, তার ক্ষমা চেয়ে নেয়। তখন প্রেম উৎপন্ন হয়।

তার দোষ একটা ও হয় নি কিন্তু আমার দেখায় সেইজন্য আমার দোষ ছিল।

যার সাথে প্রেমস্বরূপ হতে চাও, সেখানে এই ভাবে করবে। তখন আপনার প্রেম উৎপন্ন হবে। করতে চাও কি করতে চাও না প্রেম ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ দাদা।

দাদাশ্রী : আমার এটাই পদ্ধতি সমস্ত। আমি যে ভাবে পার হয়েছি সেই ভাবেই পার করি সবাই কে।

আপনি প্রেম উৎপন্ন করবেন তো ? প্রেম স্বরূপ হয়ে যায় তখন সামনের জনের সাথে অভেদতা হয়। সবাই আমার সাথে সেই ভাবে অভেদ হয়ে গেছে। এই রীতি উন্মুক্ত করে ফেলেছি।

সবার মধ্যে আমি দেখি সেই প্রেমমূর্তি !

এখন যত ভেদ চলে যায়, তত শুদ্ধ প্রেম উৎপন্ন হয়। শুদ্ধ প্রেম কে উৎপন্ন হওয়ার জন্য কি বেরোতে হবে আমাদের দিক থেকে ? কোন জিনিস বেরিয়ে যায় তখন সেই জিনিস আসবে। অর্থাৎ এই ভ্যাকুয়াম থাকতে পারে না। সেইজন্য যত ভেদ যায় তত শুদ্ধ প্রেম উৎপন্ন হয়। সম্পূর্ণ ভেদ যায় তখন সম্পূর্ণ শুদ্ধ প্রেম উৎপন্ন হয়। এটাই রীতি।

আপনার বোধে এসেছে 'পইন্ট অফ ভ্যিউ' ? এ আলাদা প্রকারের হয় আর প্রেমমূর্তি হয়ে যাব। সব এক ই রকম মনে হয়, আলাদা মনেই হয় না। বলবে, 'এ আমার আর এ আপনার।' পরন্তু এখানে থেকে যাবার সময় 'আমার-আপনার হয়'? তো এই রোগের কারণে আলাদা মনে হয়। এই রোগ বেরিয়ে যায় তো প্রেমমূর্তি হয়ে যায়।

প্রেম অর্থাৎ এই সমস্ত ই 'আমি' ই হই, 'আমি' ই দেখায়। নয় তো 'তুমি' বলতে হবে। 'আমি' না দেখায় তো 'তুমি' দেখবে। দুজনের মধ্যে একজন তো দেখবে ই তো ! ব্যবহারে বলবে এমন যে 'আমি, তুমি।' কিন্তু দেখতে হয় তো 'আমি' ই না ! সেই প্রেমস্বরূপ মানে কি ? যে সবাই কে অভেদভাবে দেখা, অভেদভাবে ব্যবহার করা, অভেদভাবে চলা, অভেদভাব ই মানা। 'এ আলাদা' এমন-তেমন মান্যতা সব বের করে দেবে। তার নাম ই প্রেমস্বরূপ। এক ই পরিবার এমন মনে হয়।

জ্ঞানীর অভেদ প্রেম !

বিচ্ছেদ না পড়ে, তার নাম প্রেম। ভেদ না করা, তার নাম প্রেম। অভেদতা হয় সেটাই প্রেম। সেই প্রেম নর্মেলিটি বলা হয়। ভেদ হয় তখন ভাল কাজ করে

আসে তো, তখন খুশী হয়ে যায়। আবার একটু পরে উলটা কাজ, চায়ের পেয়ালা পড়ে যায় তো বিরক্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ এবভ নর্মাল, বিলো নর্মাল হতে থাকে। সে ওসব কাজ দেখেই না। মূল স্বভাবের দর্শন করে। কাজ তো, আমাদের নর্মালিটি তে প্রবলেম না হয়, তেমন ই কাজ হয়।

প্রশ্নকর্তা : আমাদের আপনার প্রতি যে ভাব জাগৃত হয় ও কি হয় ?

দাদাশ্রী : ও তো আমার প্রেম আপনাকে ধরে। সাচ্চা প্রেম সব জায়গায় সমস্ত জগত কে ধরতে পারে। প্রেম কোথায় কোথায় হয় ? প্রেম সেখানে হয় যে যেখানে অভেদতা হয়। অর্থাৎ জগতের সাথে অভেদতা কখন বলা হয় ? যে প্রেমস্বরূপ হয়ে যায় তো। সমস্ত জগতের সাথে অভেদতা বলা হয়। সেইজন্য সেখানে অন্য কিছু দেখেই না, প্রেম ছাড়া।

আসক্তি কখন বলা হয় ? যে যখন কোন সংসারী জিনিস নিতে হয় তখন। সংসারী জিনিসের হেতু হয় তখন। এ সাচ্চা সুখের জন্য তো ফায়দা হবে, তার বাধা নেই। আমার উপরে যে প্রেম থাকে তার বাধা নেই। ও আপনাকে হেল্প করবে। অন্য টেঢ়া জায়গায় হওয়া প্রেম উঠে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ আমাদের মধ্যে জাগৃত হওয়া ভাব, ও আপনার হৃদয়ের ই প্রেমের পরিণাম, সেটাই ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, প্রেমের ই পরিণাম। অর্থাৎ প্রেমের হাতিয়ারে থেকেই সোজা হয়ে যায়। আমাকে বকতে হয় না।

আমি, ঝগড়া কারো সাথে চাই না, আমার কাছে তো একটা ই প্রেমের হাতিয়ার আছে, 'আমি প্রেম দ্বারা জগত কে জয় করতে চাই।'

কারণ হাতিয়ার আমি নীচে রেখে দিয়েছি। জগত হাতিয়ারের কারণেই বিরোধী হয়। ক্রোধ-মান-মায়া লোভ-এর ও হাতিয়ার আমি নীচে রেখে দিয়েছি সেই জন্য আমি কাজে লাগাই না। আমি প্রেম দ্বারা জগত কে জয় করতে চাই। জগত যা বোঝে ও তো লৌকিক প্রেম। প্রেম তো তার নাম যে আপনি আমাকে গাল দেন তো আমি ডিপ্রেস না হই আর হার পরান তো এলিভেট না হয়ে যাই, তার নাম প্রেম বলা হয়। সাচ্চা প্রেমে তো ফারাক ই পড়ে না। এই দেহের ভাবে ফারাক পড়ে, কিন্তু শুদ্ধ প্রেমে নয়।

মনুষ্য তো সুন্দর হয় তখনো অহংকারে কুরূপ দেখায়। সুন্দর কখন দেখায়? তখন বলে, প্রেমাত্মা হয়ে যায় তখন। তখন তো কুরূপ ও সুন্দর দেখায়। শুদ্ধ প্রেম প্রকট হয়ে যায় তখনো সুন্দর দেখতে লাগে। জগতের লোকের কি চাই ? মুক্ত প্রেম। যাহাতে স্বার্থের গন্ধ বা কোন প্রকারের ছল হয় না।

এ তো প্রকৃতির নিয়ম। নেচারেল লাঁ! কারণ প্রেম ও স্বয়ং পরমাত্মা।

প্রেম সেখানেই মোক্ষমার্গ !

অর্থাৎ যেখানে প্রেম না দেখা যায়, সেখানে মোক্ষের মার্গ ই নেই। আমরা জানি না, বলতে ও জানি না, তখন ও সে প্রেম রাখে, তবেই সাচ্চা।

অর্থাৎ এক প্রমাণিকতা আর অন্যটা প্রেম যে, যেখানে প্রেম কম-বেশি হয় না। এই দুই জায়গায় ভগবান থাকেন। কারণ যেখানে প্রেম আছে, নিষ্ঠা আছে, পবিত্রতা আছে, সেখানেই ভগবান আছেন।

সমস্ত 'রিলেটিভ ডিপার্টমেন্ট' পার করে যায় তখন নিরালম্ব হয়, তখন প্রেম উৎপন্ন হয়। 'জ্ঞান' কোথায় সাচ্চা হয় ? যেখানে প্রেম দ্বারা কাজ করান হয় সেখানে আর প্রেম আছে সেখানে লেনদেন হয় না। প্রেম আছে সেখানে একতা হয়। যেখানে ফীস (দেয়ক/দর্শনী) হয়, সেখানে প্রেম হয় না। লোকে ফীস রাখে তো ? পাঁচ-দশ টাকা ? যে 'আসবেন, আপনার শুনতে হয় তো, এখানে নয় টাকা ফীস' বলবে। অর্থাৎ ব্যবসা হয়ে গেছে! সেখানে প্রেম হয় না। টাকা হয় সেখানে প্রেম হয় না। দ্বিতীয়, যেখানে প্রেম সেখানে ট্রিক (চালবাজী) হয় না আর যেখানে ট্রিক হয় সেখানে প্রেম হয় না।

যেখানে শুইয়ে পড়ে, সেখানের ই আগ্রহ হয়ে যায়। চাটাই তে শোয় তো তার আগ্রহ হয়ে যায়, আর ডানলপের গদিতে শোয় তো তার আগ্রহ হয়ে যায়। চাটাই এ শোয়ার আগ্রহ দের গদিতে শোয়ায় তো অর ঘুম আসে না। আগ্রহ ই বিষ আর নিরাগ্রহতা ই অমৃত। নিরাগ্রহীপন যখন পর্যন্ত উৎপন্ন না হয় তখন পর্যন্ত জগতের প্রেম অর্জিত হয় না। শুদ্ধ প্রেম নিরাগ্রহতা থেকে প্রকট হয় আর শুদ্ধ প্রেম সে ই পরমেশ্বর।

সেইজন্য প্রেমস্বরূপ কখন হওয়া যাবে ? নিয়ম-টিয়ম না খোঁজে তখন। যদি নিয়ম খুঁজবে তো প্রেমস্বরূপ হতে পারবে না! 'কেন দেরি কর এসেছ ?' বলে ও প্রেমস্বরূপ বলা যায় না আর প্রেমস্বরূপ হয়ে যাবে তখন লোকে আপনার শুনবে।

হ্যাঁ, আপনি আসক্তিওয়ালা তো আপনার কে শুনবে ? আপনার পয়সা চাই, আপনার অন্য স্ত্রী চাই ও আসক্তি বলা হয় তো ? শিষ্য একত্র করা সে ও আসক্তি বলা হয় তো ?

প্রেমে 'ইমৌশন্যাল' পন নেই !

প্রশ্নকর্তা : এই প্রেমস্বরূপ যা হয়, সে ও বলা হয় যে হৃদয় থেকে আসে আর ইমৌশন্যালপন (আবেগপ্রবনতা) ও হৃদয় থেকেই আসে তো ?

দাদাশ্রী : না, ও প্রেম নয়। প্রেম তো শুদ্ধ প্রেম হতে হবে। এই ট্রেনে সব লোকেরা বসে আছে আর ট্রেন ইমৌশন্যাল হয়ে যায় তো কি হবে ?

প্রশ্নকর্তা : বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে। এক্সিডেন্ট হয়ে যাবে।

দাদাশ্রী : লোক মরে যায়। সেই ভাবে এই মানুষ ইমৌশন্যাল হয়ে যায় তখন ভিতরে এত সব জীব মরে যায় আর তার দায়িত্ব নিজের মাথায় আসে। অনেক প্রকারের এমন দায়িত্ব আসে, ইমৌশনল হয়ে গেলে।

প্রশ্নকর্তা : 'ইমৌশন' বিনা মানুষ পাথরের মত হয়ে যাবে না ?

দাদাশ্রী : আমি 'ইমৌশন' এর বিনা, তো পাথরের মত লাগে ? একটু ও 'ইমৌশন' নেই আমার মধ্যে। ইমৌশনওয়ালা মেকানিকেল হয়ে যায়। কিন্তু মৌশনওয়ালা তো মেকানিকাল হয় না তো !

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু যদি নিজের শেল্ফ রিয়েলাইজেশন হয় নি তো ফের এই ইমৌশন বিনার মানুষ পাথরের মতই লাগবে তো ?

দাদাশ্রী : ও হয় ই না। এমন হয় ই না তো ! এমন কোন সময়ে হয় ই না। নয় তো ফের তাকে মেন্টলে নিয়ে যায়। কিন্তু সেই মেন্টল ও সব ইমৌশন্যাল ই হয়। সমস্ত জগত ই ইমৌশন্যাল।

অশ্রু দ্বারা ব্যক্ত, ও নয় সাচ্চা লাগণী !

প্রশ্নকর্তা : সংসারে থাকার জন্য *লাগণী* (অনুভূতি, ভাবপ্রবণতা)র প্রয়োজন আছে। অনুভূতি প্রদর্শিত করতেই হয়। অনুভূতি প্রদর্শিত না কর তো মূঢ় বলে।

এখন জ্ঞান মেলে, জ্ঞানের বোধ জাগে, ফের অনুভূতি তত প্রদর্শিত হয় না। এখন করতে হবে ব্যবহারে ?

দাদাশ্রী : কি হয় ও দেখতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : উদাহরণ রূপে ছেলে অন্য শহরে পড়তে গেছে। আর এয়ারপোর্টে মা আর বাবা দুজনেই গেছে, আর মা'র চোখ থেকে জল পড়ে কিন্তু বাবা কাঁদে না। সেইজন্য তুমি কঠোর পাথরের মত, বলে।

দাদাশ্রী : না, হয় না, *লাগণী* এমন। অন্য শহরে যায় তো কি ? ওর চোখ থেকে জল পড়ে তো ওকে বকা উচিত যে এমন ভাবে ঢিলা কখন পর্যন্ত থাকবে, মোক্ষে যেতে হবে তো !

প্রশ্নকর্তা : না, মানে এমন যে যদি *লাগণী* না হয়, তো ততটা সেই ব্যক্তি তো কঠোর হয়ে যায়। এই *লাগণী* বিনা মনুষ্য বেশি কঠোর হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : *লাগণী* তো যার চোখে জল আসে না তার সাচ্চা হয় আর আপনার তো মিথ্যা *লাগণী*। আপনার দেখানোর *লাগণী* আর ওর আসল *লাগণী*। সাচ্চা *লাগণী* হার্টিলী হয়। ও সব ভুল-আর উলটা মেনে বসেছে। *লাগণী* কোন বলপ্রয়োগে হয় না। ও তো নেচারেল গিফ্ট। এমন বলে যে কঠোর পাথরের মত, তো *লাগণী* উৎপন্ন হবার থাকলেও বন্ধ হয়ে যায়। ও কোন কাঁদা আর ফের তক্ষুনি ভুলে যাওয়া ও *লাগণী* বলা হয় না। *লাগণী* তো কাঁদা ও না আর মনে রাখা, তার নাম *লাগণী* বলা হয়।

লাগনী ওয়ালা তো আমি ও, কখনো কাঁদি না, কিন্তু ফের সবার জন্য *লাগণী* বিদ্যমান আছে। কারণ যত অধিক মেলে তত তো রোজ আমার জ্ঞানে আসে ই সবাই।

প্রশ্নকর্তা : মা-বাবা নিজের ছেলের জন্য যে ভাবে *লাগণী* ব্যক্ত করে, তো অনেক বার মনে হয় যে বেশী প্রদর্শিত করছে।

দাদাশ্রী : ও ইমৌশন্যাল ই হয় সব। কম দেখানো জন ও ইমৌশন্যাল বলা হয়। নর্মাল হওয়া উচিত। নর্মাল অর্থাৎ শুধু ড্রামাটিক ! ড্রামার স্ত্রীর সাথে ড্রামা করা ও আসল, এক্জেক্ট। লোকে এমন মনে করে যে একটু ও ভুল করে নি। কিন্তু বাইরে বের হওয়ার সময় ওকে বলে, চল আমার সাথে, তো আসে না তো সে। ও তো ড্রামা পর্যন্ত ই ছিল, বলবে। ও বুঝতে পারছেন তো ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি ?

দাদাশ্রী : সেইজন্য বাচ্চাদের বলে, 'আয় ভাই, বসে যা। তুই ছাড়া আমার অন্য কে আছে ?' আমি তো হীরাবা কে বলতাম যে আমার আপনার বিনা ভাল লাগে না। এই বিদেশে যাই কিন্তু আপনার বিনা আমার ভাল লাগে না।

প্রশ্নকর্তা : বা'র ও সত্য মনে হত !

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সত্য ই হত। ভিতরে স্পর্শ করতে দিতাম না।

প্রশ্নকর্তা : আগেকার দিনে মা-বাবার বাচ্চাদের জন্য প্রেম অথবা ওদের সামলানো, ও সব করার সময় ই হত না আর কেউ প্রেম দিত ও না। বেশী ধ্যান দিত না। এখন মা-বাবা বাচ্চা দের অনেক প্রেম দেয়, অনেক ধ্যান রাখে, সবকিছু করে তবুও বাচ্চাদের মা-বাবার জন্য বেশী প্রেম কেন হয় না ?

দাদাশ্রী : এই প্রেম তো, যেসব বাইরের মোহ এমন জাগৃত হয়ে গেছে যে ওতে ই চিত্ত চলে যায়। আগে মোহ অনেক কম ছিল আর এখন তো মোহ এর স্থান এত অধিক হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ। আর মা-বাবা ও প্রেমের ভুখা হয় যে আমাদের বাচ্চা, বিনয়-টিনয় রাখে।

দাদাশ্রী : প্রেম ই, জগত প্রেমাধীন। যত মানুষের ভৌতিক সুখের প্রয়োজন নেই তত ই প্রেমের প্রয়োজন। পরন্তু প্রেম টক্কর মারে। কি করবে ? প্রেম টক্কর লাগা উচিত না।

প্রশ্নকর্তা : বাচ্চাদের মধ্যে মা-বাবার প্রতি প্রেম অনেক হয়।

দাদাশ্রী : বাচ্চাদের ও অনেক হয় ! কিন্তু তবুও সংঘাত হতে থাকে।

আসক্তি, তখন পর্যন্ত টেনশন !

প্রশ্নকর্তা : যত *লাগণী* অধিক হয়, তত তাদের প্রেম অধিক হয় এমন মান্যতা আছে।

দাদাশ্রী : প্রেম ই হয় না তো ! আসক্তি ই সব। এই জগতে প্রেম শব্দ হয় ই না। প্রেম বলা ও ভুল কথা। ও ভিতরে আসক্তি হয়।

প্রশ্নকর্তা : তো এই *লাগণী* আর *লাগণীর* অতিরেক, ও বোঝানোর কৃপা করুন।

দাদাশ্রী : *লাগণী* আর *লাগণী* অতিরেক ও 'ইমৌশন্যাল'এ যায়। ব্যক্তি 'মৌশন'এ থাকতে পারে না, সেইজন্য 'ইমৌশন্যাল' হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : ইংরেজি তে 'ফিলিংস' আর 'ইমোশন' দুটো শব্দ আছে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, পরন্তু 'ফিলিংস' ও আলাদা ই জিনিস আর 'ইমোশন্যাল' জিনিস আলাদা। *লাগণী* আর *লাগণীর* অতিরেক 'ইমৌশন্যাল'এ যায়।

যে কোন *লাগণী* আছে, আসক্তি আছে তখন পর্যন্ত ব্যক্তির 'টেনশন' দাড়িয়ে যায় আর 'টেনশন' থেকে ফের মুখ বিগড়ে থাকে। আমার মধ্যে প্রেম আছে, সেইজন্য 'টেনশন' বিনা থাকতে পারি। নয় তো অন্য মানুষ 'টেনশন' বিনা থাকতে পারে না তো! 'টেনশন' হয় ই সবার, জগত সমস্ত 'টেনশন' ওয়ালা!

লাগণীর প্রবাহ, 'জ্ঞানী'র !

আমাদের, 'জ্ঞানী পুরুষ' দের *লাগণী* হয়। হ্যাঁ, যেমন হওয়া উচিত তেমন হয়। আমি সেটা 'হোম' এ স্পর্শ করতে দিই না। এমন নিয়ম নেই যে ভিতরে 'হোম' এ স্পর্শ হতে দেওয়া। *লাগণী* না হয় তো মনুষ্য ই কিভাবে বলবে ?

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলেছেন যে *লাগণী* তো আমার ও হয়। আপনার যেমন হয়, তার থেকে আমাদের কিছু উঁচু *লাগণী* হয়, সবার জন্য হয়।

দাদাশ্রী : *লাগণী* হয়। আমরা *লাগণীর* বিনা হই ই না।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু তবুও আপনার এই *লাগণী* স্পর্শ করে না।

দাদাশ্রী : যেখানে প্রাকৃতিক ধরণে রাখতে হয়, সেখানেই আমি রাখি আর আপনি অপ্রাকৃতিক জায়গায় রাখেন।

প্রশ্নকর্তা : সেই 'ডিমার্কেশন' কে একটু স্পষ্ট করুন না!

দাদাশ্রী : 'ফরেন' এর কথা 'ফরেন' এ রাখতে হবে আর, 'হোম' এ নিয়ে যাবে না। লোকে 'হোম' এ নিয়ে যায়। 'ফরেন' এ রেখে আর আমরা 'হোম' এ থাকতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু সেই *লাগণীর* প্রবাহ হয় তখন 'তাকে' 'ফরেন' এর আর 'হোম' এর ডিমার্কেশন হতে দেয় না তো ? দুই ভাগ আলাদা হয় না তো, সেই সময়?

দাদাশ্রী : 'জ্ঞান' নেওয়া আছে, তার কেন হয় না ?

প্রশ্নকর্তা : এটা বুঝতে চাই যে আপনি কি ভাবে 'এপ্লাই' করেন !

দাদাশ্রী : আমি *লাগণী* কে 'ফরেন' এ রেখে 'হোম' এ বসে যাই। আর *লাগণী* ভিতরে ঢোকে তো বলি, 'বাইরে বস।' আর আপনি তো বলবেন, 'আয় ভাই, আয়, আয়, ভিতরে আয়।'

'ভিতরে স্পর্শ করতে না দেয়', তার পরিণাম....

আমাকে এই সবাই বলে যে, 'দাদা, আপনি আমাদের জন্য অনেক চিন্তা করেন, না !' ও ঠিক। কিন্তু ওদের জানা নেই যে দাদা চিন্তা কে স্পর্শ করতে দেয় না। কারণ চিন্তা রাখা মনুষ্য কিছুই করতে পারে না, নির্বীর্য হয়ে যায়। চিন্তা না করে, তো সব করতে পারে। চিন্তা রাখা মনুষ্য তো শেষ হয়ে যায়। সেইজন্য এই সব বলে সেই কথা ঠিক। আমি 'সুপারফ্লুয়াস' সবকিছু করি, কিন্তু আমি স্পর্শ করতে দিই না।

প্রশ্নকর্তা : তো এমন আসলে কিছুই করেন না ? কোন মহাত্মা দুঃখে এসে গেছে তো কিছু করেন না ?

দাদাশ্রী : করি তো ! কিন্তু ও সুপারফ্লুয়াস, ভিতরে স্পর্শ করতে দিই না। বাইরের ভাগের পুরা ই করে নিই। বাইরের ভাগেই সমস্ত প্রয়োগ পুরা হতে দিই, পরন্তু শুধু চিন্তা ই করা উচিত না। চিন্তা থেকে তো উলটা সব বিগড়ায়। আপনি কি বলেন ? চিন্তা করতে বলেন আমাকে ?

স্পর্শ করতে দেয় তো সেই কাজ ই হয় না। সমস্ত জগত কে ই স্পর্শ করে কি না ! ভিতরে স্পর্শ করে সেইজন্য তো জগতের কাজ হয় না। আমি স্পর্শ করতে দিই না সেইজন্য তো কাজ হয়ে যায়। স্পর্শ করতে দিই না সেইজন্য আমার 'সেফসাইড' আর তার ও 'সেফসাইড'। আপনার পছন্দ তেমন স্পর্শ করতে না দেওয়া ও ? আপনি তো স্পর্শ করতে দেন তো, না ?

আমি তো হিসাব দেখে নিয়েছি যে আমরা স্পর্শ করতে দিই তো এখানে নির্বীর্য হয় আর তার কাজ হয় না আর স্পর্শ করতে না দিই তো আত্মবীর্য প্রকট হয় আর তার কাজ হয়ে যায়।

এই বিজ্ঞান প্রেমস্বরূপ। প্রেমে ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ কিছু হয় না। ও হয় তখন পর্যন্ত প্রেম হয় না।

সাত্বিক নয়, শুদ্ধ প্রেম 'এ' !

প্রশ্নকর্তা : এখন জগতে সব লোকেরা শুদ্ধ প্রেমের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

দাদাশ্রী : শুদ্ধ প্রেমের ই এই রাস্তা। আমার এই যে বিজ্ঞান আছে না, কোন ও ধরনের, কোন ও প্রকারের ইচ্ছার বিনার, সেইজন্য শুদ্ধ প্রেমের রাস্তা এ উদ্ভব হয়েছে। নয় তো হত না এই কালে। কিন্তু এই কালে উৎপন্ন হয়েছে সেটা বিস্ময়কর ঘটনা।

প্রশ্নকর্তা : শুদ্ধ প্রেম আর সাত্বিক প্রেমের একটু ভেদ বোঝান।

দাদাশ্রী : সাত্বিক প্রেম অহংকার সহিত হয় আর শুদ্ধ প্রেমে অহংকার ও হয় না। সাত্বিক প্রেমে শুধু অহংকার ই হয়। ওতে লোভ হয় না, কপট হয় না, ওতে শুধু মান ই হয়। অহম্-আমি, এতটুকুই ! অস্তিত্বের ভান হয় নিজের আর শুদ্ধ প্রেমে তো স্বয়ং অভেদ স্বরূপ হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এমন হয় কি যে কোন ও ক্রিয়ার ভিতরে ফের ও সাত্বিক ক্রিয়া হয়, রজোগুণী ক্রিয়া হয় অথবা যে কোন প্রকারের ক্রিয়া হয় তো সেই ক্রিয়াতে অহংকারের তত্ব হয় না। ও তার্কিক প্রকারে সত্য হয় ?

দাদাশ্রী : হতে পারে না। আরে, এমন করতে যায় তো ভুল। কারণ অহংকারের বিনা ক্রিয়া ই হয় না। সাত্বিক ক্রিয়া ও হয় না।

প্রশ্নকর্তা : শুদ্ধ প্রেম রাখতে তো হবে কি না ? তো ও অহংকারের বিনা ধারণ কি প্রকারে হবে ? অহংকার আর শুদ্ধ প্রেম, দুই সাথে থাকতে পারে না ?

দাদাশ্রী : অহংকার আছে তখন পর্যন্ত শুদ্ধ প্রেম হবে ই না তো ! অহংকার আর শুদ্ধপ্রেম, দুই সাথে থাকতে পারে না। শুদ্ধ প্রেম কখন হয় ? অহংকার বিলয় হতে থাকে তখন থেকে শুদ্ধ প্রেম আসতে শুরু করে আর অহংকার সম্পূর্ণ বিলয়

হয়ে যায় তখন শুদ্ধ প্রেমের মূর্তি হয়ে যায়। শুদ্ধ প্রেমের মূর্তি ই পরমাত্মা। সেখানে আপনার সব প্রকারের কল্যাণ হয়ে যায়। ও নিষ্পক্ষপাতী হয়, কোন পক্ষপাত হয় না। শাস্ত্রের উপরে হয়। চার বেদ পড়ে নেয়, তখন বেদ 'ইট্সেল্ফ' বলে যে, 'দিস ইজ নট দ্যাট, দিস ইজ নট দ্যাট।' তো 'জ্ঞানী পুরুষ' বলে, দিস ইজ দ্যাট, ব্যাস ! 'জ্ঞানী পুরুষ' তো শুদ্ধ প্রেমওয়ালা সেইজন্য তক্ষুনি ই আত্মা দিয়ে দেন !

ও মাত্র দুটো গুণ হয় তাঁদের। ও শুদ্ধ প্রেম আর শুদ্ধ ন্যায়। দুই ই আছে তাঁদের কাছে। শুদ্ধ ন্যায় যখন এই জগতে হয় তখন জানবে যে এ ভগবানের কৃপা নেমেছে। শুদ্ধ ন্যায় ! নয় তো এই অন্য ন্যায় তো সাপেক্ষ ন্যায় হয়।

প্রেম প্রকট করে আত্ম ঐশ্বর্য !

করুণা ও সামান্য ভাব আর ও সব ই আসতে থাকে যে সাংসারিক দুঃখে এই জগত ফেঁসে আছে, সেই দুঃখ কি ভাবে যাবে ?

প্রশ্নকর্তা : আমি একটু, প্রেম আর করুণার কি সম্বন্ধ হয় ? ও বুঝতে চাই।

দাদাশ্রী : এই করুণা, কোন বিশেষ দৃষ্টিতে হয় তখন করুণা বলা হয়। আর কোন অন্য দৃষ্টিতে হয় তখন প্রেম বলা হয়। করুণা কখন উপযোগ করে ? সামান্য ভাব থেকে সবার দুঃখ নিজে দেখতে পারে। সেখানে করুণা রাখে। অর্থাৎ করুণা মানে কি ? এক প্রকারের কৃপা। আর প্রেম ও আলাদা জিনিস। প্রেম তো তাকে ভিটামিন বলা যেতে পারে। প্রেম তো ভিটামিন বলা হয়। এমন প্রেম দেখে তো তাতে ভিটামিন উৎপন্ন হয়ে যায়, আত্মভিটামিন। দেহের ভিটামিন তো অনেক দিন খেয়েছন, কিন্তু আত্মার ভিটামিন চাখেন নি তো ? তাতে আত্মবীর্য প্রকট হয়। ঐশ্বর্যপন প্রকট হয়।

প্রশ্নকর্তা : ও সহজ ই হয় তো দাদা ?

দাদাশ্রী : সহজ।

প্রশ্নকর্তা : সেইজন্য তার ওতে কোন প্রকারের কিছু করার থাকে না।

দাদাশ্রী : কিছু না। এই সব মার্গ ই সহজের।

গাল দেওয়াজনের উপরে ও প্রেম !

প্রশ্নকর্তা : এই জ্ঞানের পরে আমাদের যে অনুভব হয়, ওতে কোন প্রেম, প্রেম, প্রেম ছলকায়, ও কি ?

দাদাশ্রী : ও প্রশস্ত রাগ। যে রাগে সংসারের রাগ সমস্ত বিস্মিত হয়ে যায়। এমন রাগ উৎপন্ন হয় তখন সংসারে যে অন্য রাগ সব জায়গায় লেগে আছে ও সব চলে যায়। একে প্রশস্ত রাগ বলেছেন ভগবান। প্রশস্ত রাগ, ও প্রত্যক্ষ মোক্ষের কারণ। সেই রাগ বাঁধে না। কারণ সেই রাগে সংসারী হেতু নেই। উপকারীর প্রতি রাগ উৎপন্ন হয়, ও প্রশস্ত রাগ। ও সব রাগ কে ছাড়ায়।

এই 'দাদা'র নিদিধ্যাসন করে তো তাতে যে গুণ আছে না, ও উৎপন্ন হয় নিজের মধ্যে। দ্বিতীয় এ যে জগতের কোন ও জিনিসে স্পৃহা করবে না, ভৌতিক জিনিসের স্পৃহা করতে হয় না। আত্মসুখের ই বাঞ্ছনা, অন্য কোন জিনিসের বাঞ্ছনা করতে নেই আর কেউ আমাদের গাল দিয়ে যায়, তার সাথে ও প্রেম ! এতটা হয় তো কাজ হয়ে যায় ফের।

'জ্ঞানী' অদ্বিতীয় প্রেমাবতার !

প্রশ্নকর্তা : অনেকবার এমন হয় যে শুইয়ে আছে আর ফের অর্ধ জাগ্রত অবস্থা হয় আর 'দাদা' ভিতরে বিরাজিত হয়ে যায়, 'দাদা'র শুরু হয় যায়, ও কি ?

দাদশ্রী : হ্যাঁ, শুরু হয়ে যায়। এমন হয় যে, 'দাদা' সুক্ষ্ম ভাবে সমস্ত ওর্ল্ডে ঘুরতে থাকেন। আমি স্থুল ভাবে এখানে আছি আর দাদা সূক্ষ্ম ভাবে সমস্ত ওর্ল্ডে ঘুরতে থাকে, সব ধ্যান রাখেন আর এমন নয় যে কারো সাথে কোন ঝগড়া আছে।

সেইজন্য অনেক লোকের স্বপ্নে আসতেই থাকেন নিজে নিজেই, আর কেউ তো দিনে ও 'দাদা'র সাথে বার্তালাপ করে। সে আমাকে ও বলে যে, আমার সাথে দাদা, আপনি এই ভাবে কথা বলে গেলেন ! দিনে খোলা চোখে ওকে দাদা বলেন আর সে শোনে, আর সে লিখে নেয় আবার। আটটার সময় লিখে নেয় যে এইসব বলেছেন। সে আমাকে পড়িয়ে ও যায় আবার।

সেইজন্য এই সব হতেই থাকে। তবুও এতে চমৎকার যেমন জিনিস নেই। এ স্বাভাবিক। কোন ও মনুষ্যের আবরণ রহিত স্থিতি হয় আর একটু কিছু কেবলজ্ঞানের অন্তরায় করে ততটা আবরণ থাকে আর জগতে যার দৃষ্টান্ত না মেলে,

তেমন প্রেম উৎপন্ন হয়ে গেছে, যার দৃষ্টান্ত না হয় তেমন প্রেমাবতার হয়ে গেছেন, সেখানে সবকিছু ই হয়।

এই নিস্পৃহ প্রেম হয়, পরন্তু ও অহংকারী পুরুষের হয়। অর্থাৎ অহংকারের, ভিতরে তার 'এবজরভ' তো করে কি করে না ? করে। সেইজন্য ওতে সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ হয় না। অহংকার চলে যায় তার পরে সব আসল প্রেম হয়।

সেইজন্য এই প্রেমাবতার। সে যেখানে কারো সহজ মন আটকে যায় সেখানে স্বয়ং এসে হাজির !

প্রেম, সবার উপরে সমান !

এই প্রেম তো ঈশ্বরীয় প্রেম। এমন সব জায়গায় হয় না তো ! এ তো কোন জায়গায় এমন হয় তো হয়ে যায়, নয় তো হয় না তো !

এখন শরীরে মোটা দেখায় তার উপরে ও প্রেম, ফর্সা দেখায় তার উপরে ও প্রেম, কালো দেখায় তার উপরে ও প্রেম, নুলা-লেংড়া দেখায় তার উপরে ও প্রেম, ভাল অঙ্গের মানুষ দেখায় তার উপরে ও প্রেম। সব জায়গায় সমান প্রেম দেখা যায়। কারণ যে তার আত্মাকে ই দেখেন। অন্য জিনিস দেখেন ই না। যেমন এই সংসারে লোকে মানুষের কাপড় দেখে না, তার গুণ কেমন ও দেখে, সেই ভাবে 'জ্ঞানী পুরুষ' এই পুদ্গল কে দেখেন না। পুদ্গল তো কারো অধিক হয় কারো কম হয়, কোন ঠিকানা ই নেই না !

আর এমন প্রেম হয় সেখানে বাচ্চারা ও বসে থাকে। অশিক্ষিত বসে থাকে, শিক্ষিত বসে থাকে, বুদ্ধিমান বসে থাকে, সব লোক সমাহিত হয়ে যায়। বাচ্চারা তো ওঠে না। কারণ কি বাতাবরণ এত অধিক সুন্দর হয়।

এমন প্রেমস্বরূপ 'জ্ঞানী'র !

অতএব প্রেম তো 'জ্ঞানী পুরুষ'এর ই দেখার মত হয় ! আজ পঞ্চাশ হাজার লোক বসে আছে, কিন্তু কোন ব্যক্তি একটু ও প্রেম রহিত হয় নি হয়তো। সেই প্রেমেই বেঁচে আছে সবাই।

প্রশ্নকর্তা : ও তো অনেক মুস্কিল।

দাদাশ্রী : কিন্তু আমাতে তেমন প্রেম প্রকট হয়েছে। তো কত লোক আমার প্রেমেই বেঁচে আছে। নিরন্তর দাদা, দাদা, দাদা ! খাবার না মেলে তো কোন অসুবিধা নেই। অর্থাৎ প্রেম এমন জিনিস এ।

এখন এই প্রেম থেকেই সব পাপ তার ভস্মীভূত হয়ে যায়। নয় তো কলিযুগের পাপ কি ধুইয়ে ফেলত সে ?

তবুও থাকে ভিন্নতা চতুর্দশী-পূর্ণিমায় !

অতএব জগত কখনো দেখে নি তেমন প্রেম উৎপন্ন হয়েছে। কারণ প্রেম উৎপন্ন হচ্ছিল, কিন্তু সেই জায়গায় তীর্থঙ্কর বীতরাগ হয়ে যান। যেখানে প্রেম উৎপন্ন হয় তেমন জায়গা ছিল, সেখানে ও তীর্থঙ্কর সম্পূর্ণ বীতরাগ ছিলেন। সেইজন্য ওখানে প্রেম দেখা যেত না। আমি কাঁচা থেকে গেছি, সেইজন্য প্রেম ছিল আর সম্পূর্ণ বীতরাগতা আসে নি।

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলেছেন যে আমি প্রেম স্বরূপ হয়ে যাই কিন্তু তখন সম্পূর্ণ বীতরাগতা উৎপন্ন হয় নি। ও একটু বুঝতে চাই।

দাদাশ্রী : প্রেম মানে কি ? কিঞ্চিতমাত্র কারো প্রতি সহজ ও ভাব বিগড়ায় না, তার নাম প্রেম। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বীতরাগতা তার নাম ই প্রেম বলা হয়।

প্রশ্নকর্তা : তো প্রেমের স্থান কোথায় আসে ? এখানে কোন স্থিতিতে প্রেম বলা হবে ?

দাদাশ্রী : প্রেম তো, যত বীতরাগ হয় তত প্রেম উৎপন্ন হয়। সম্পূর্ণ বীতরাগ আর সম্পূর্ণ প্রেম ! সেইজন্য বীতদ্বেষ তো আপনারা সবাই হয়েই গেছেন। এখন বীতরাগ ধীরে-ধীরে হয়ে যান প্রত্যেক জিনিসে, তেমন প্রেম উৎপন্ন হতে থাকবে।

প্রশ্নকর্তা : তো এখানে আপনি বলেছিলেন যে আমার প্রেম বলা হয়, বীতরাগতা আসে নি ও কি ?

দাদাশ্রী : বীতরাগতা মানে এই আমার প্রেম, ও এমন প্রেম দেখা যায় আর এই বীতরাগীদের প্রেম এমনি দেখা যায় না। কিন্তু সাচ্চা প্রেম তো তাদের ই বলা হয় আর আমার প্রেম লোকে দেখতে পায়। কিন্তু ও সাচ্চা প্রেম বলা হয় না। এক্জেক্টলী যাকে প্রেম বলা হয় না, ও বলা হয় না। এক্জেক্টলী তো সম্পূর্ণ বীতরাগতা হয় তখন আসল প্রেম আর আমার তো চতুর্দশী বলা হয়, পূর্ণিমা নয় !!

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ পুর্ণিমার দের এর থেকেও অধিক প্রেম হয় ?

দাদাশ্রী : সেই পুর্ণিমার দের ই আসল প্রেম ! এই চতুর্দশীওয়ালাদের কোন জায়গায় কাঁচা হয়। সেইজন্য পুর্ণিমার দের ই আসল প্রেম।

প্রশ্নকর্তা : সম্পূর্ণ বীতরাগতা হয় আর বিনা প্রেমের হয়, এমন তো হয় ই না তো ?

দাদাশ্রী : প্রেম বিনা তো হয় ই না তো ও !

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ দাদা, চতুর্দশী আর পুর্ণিমায় এত তফাৎ পড়ে যায়, এত অধিক তফাৎ এমন ?

দাদাশ্রী : অনেক তফাৎ ! ও তো আমাদের পূর্ণিমা যেমন মনে হয় কিন্তু অনেক তফাৎ হয় ! আমার হাতে কিছু আছে ও কি তাহলে ? আর ওনাদের, তীর্থঙ্করদের হাতে তো সব কিছু। আমার হাতে কি আছে ? তবুও কিন্তু আমার সন্তোষ থাকে পুর্ণিমার মত ! আমার শক্তি, নিজের জন্য শক্তি এত কাজ করতে থাকে যে পুর্ণিমা আমার হয়ে গেছে এমন মনে হয় !!

'জ্ঞানী', বাঁধা থাকে 'প্রেম দ্বারা' !

প্রশ্নকর্তা : এখন এই জ্ঞান নেওয়ার পরে দুই-তিন ভব বাকি থাকে তো ততটা সময় পর্যন্ত তো সম্পূর্ণ করুণা-সাহায্য করার জন্য তো আপনি বাঁধা পড়ে আছেন কি না ?

দাদাশ্রী : বাঁধা হয়ে থাকা মানে এই যে আমি প্রেমে বাঁধা পড়ে আছি। তো আপনি যখন পর্যন্ত প্রেম রাখবেন তখন পর্যন্ত বাঁধা পড়ে থাকব। আপনার প্রেম চলে যায় তো আমি ছাড়াব। আমি প্রেমে বাঁধা পড়ে আছি। আপনার সংসারের প্রতি প্রেম ঘুরে যায় তো আলাদা হয়ে যাবেন আর আত্মার প্রতি প্রেম থাকে তো বাঁধা আছেন। কেমন মনে হয় আপনার ? বাঁধা পড়ে তো আছেন ই না ! প্রেমে তো বাঁধা পড়ে ই আছেন তো !

শুদ্ধ প্রেম স্বরূপ, সে ই পরমাত্মা !

অহংকারী কে খুশী করতে কিছু সময় লাগে এমন নয়, মিষ্টি-মিষ্টি কথা বল তো খুশী হয়ে যায় আর জ্ঞানী তো মিষ্টী কথা বল তখনো খুশী হয় না। কোন ও সাধন,

জগতে এমন কোন জিনিস নেই যে যাহাতে 'জ্ঞানী' খুশী হন। মাত্র আমাদের প্রেমে ই খুশী হন। কারণ সে শুদ্ধ প্রেমওয়ালা। তাঁহার কাছে প্রেম ছাড়া অন্য কিছুই নেই। সমস্ত জগতের সাথে তাঁর প্রেম আছে।

'জ্ঞানী পুরুষ' এর শুদ্ধ প্রেম যা দেখা যায়, এমন অনাবৃত দেখা যায়, সে ই পরমাত্মা। পরমাত্মা, ও অন্য কোন জিনিস ই না। শুদ্ধ প্রেম যা দেখা যায়, যা বাড়ে না, কমে না, এক সমান ই থাকে, তার নাম পরমাত্মা, অনাবৃত-খোলা পরমাত্মা ! আর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম পরমাত্মা, ও বুঝতে সময় লাগে। সেইজন্য পরমাত্মা বাইরে খুঁজতে যাবে না। বাইরে তো আসক্তি সব। যে প্রেম বাড়ে না, কমে না সেই প্রেম, সে ই পরমাত্মা !!!

-জয় সচ্চিদানন্দ

শুদ্ধাত্মার প্রতি প্রার্থনা

(প্রতিদিন একবার বলবে)

হে অন্তর্যামী ভগবান ! আপনি প্রত্যেক জীবমাত্রে বিরাজমান, সেভাবে আমার মধ্যেও বিরাজমান । আপনার স্বরূপেই আমার স্বরূপ । আমার স্বরূপ শুদ্ধাত্মা ।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আমি আপনাকে অভেদ ভাবে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি ।

অজ্ঞানতাবশে আমি যা যা *** দোষ করেছি, সেইসব দোষ আপনার সমক্ষে প্রকাশ করছি । তার হৃদয়পূর্বক খুব পশ্চাতাপ করছি । আর আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি । হে প্রভু ! আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন আর আবার যেন এমন দোষ না করি, এমন আপনি আমাকে শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন ।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আপনি এমন কৃপা করুন যেন আমার ভেদভাব মিটে যায় আর অভেদভাব প্রাপ্ত হয় । আমি আপনাতে অভেদ স্বরূপে তন্ময়াকার থাকি ।

*** যে যে দোষ হয়েছে , সেসব মনে প্রকাশ করবে ।

প্রতিক্রমণ বিধি

প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানের সাক্ষীতে, দেহধারী * এর মন-বচন-কায়ার যোগ, ভাবকর্ম-দ্রব্যকর্ম-নোকর্ম থেকে ভিন্ন এমন হে শুদ্ধাত্মা ভগবান, আজকের দিন পর্যন্ত যে যে ** দোষ হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চাইছি, পশ্চাতাপ করছি যে আবার এমন দোষ কখনো করবো না, এমন দৃঢ় নিশ্চয় করছি । আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন । আলোচনা-প্রতিক্রমণ-প্রত্যাখান করছি । হে দাদা ভগবান ! আমাকে এমন কোন দোষ না করার জন্য শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন ।

* যার প্রতি দোষ হয়েছে সেই ব্যক্তির নাম ।
** যে দোষ হয়েছে তা মনে করবে (তুমি শুদ্ধাত্মা আর যে দোষ করেছে তাকে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে, চন্দুলাল কে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে ।)

নয় কলম

1. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার অহং কে কিঞ্চিৎ মাত্রও দুঃখ না দিই, দুঃখ না দেওয়াই অথবা দুঃখ দেওয়ার প্রতি অনুমোদন না করি, এমন পরম শক্তি দিন ।
   আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার অহং কিঞ্চিৎ মাত্রও দুঃখ না পায় এমন স্যাদবাদ বাণী, স্যাদবাদ ব্যবহার, আর স্যাদবাদ মনন করার পরম শক্তি দিন

2. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন ধর্মের মান্যতাকে কিঞ্চিৎ মাত্রও আঘাত না করি, আঘাত না করাই অথবা আঘাত করার প্রতি অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন ।
   আমাকে কোনো ধর্মের মান্যতার প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্রও আঘাত না পৌঁছায় এমন স্যাদবাদ বাণী, স্যাদবাদ ব্যবহার, আর স্যাদবাদ মনন করার পরম শক্তি দিন ।

3. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী উপদেশক, সাধু-সাধ্বী বা আচার্যের অবর্ণবাদ, অপরাধ, অবিনয় না করার পরম শক্তি দিন।

4. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্রও অভাব, তিরস্কার কখনও না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন ।

5. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার সাথে কখনো কঠোর ভাষা, তন্তীলী ভাষা না বলার, না বলানোর বা বলার প্রতি অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন ।
   কেউ কঠোর ভাষা, তন্তীলী ভাষা বলে তো আমাকে মৃদু ঋজু ভাষা বলার শক্তি দিন ।

6. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রতি স্ত্রী, পুরুষ অথবা নপুংসক, যে কোন লিঙ্গধারী হোক না কেন, তাঁর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্রও বিষয়-বিকার সম্বন্ধী দোষ, ইচ্ছা, চেষ্টা বা বিচার সম্বন্ধী দোষ না করার , না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না রার পরম শক্তি দিন।
আমাকে নিরন্তর নির্বিকার থাকার পরম শক্তি দিন।

7. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন প্রকার রসের প্রতি লুব্ধতা না হয় এমন শক্তি দিন। সমরসী আহার নেবার পরম শক্তি দিন।

8. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ, জীবন্ত অথবা মৃত কারোর প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও অবর্ণবাদ, অপরাধ, অবিনয় না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।

9. হে দাদা ভগবান ! আমাকে জগৎ কল্যাণ করার নিমিত্ত হওয়ার পরম শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন।

(এই সমস্ত তোমাকে দাদা ভগবানের কাছে চাইতে হবে। এ শুধুমাত্র প্রতিদিন যন্ত্রবত পড়ার জিনিস নয়, হৃদয়ে রাখার জিনিস। এটা প্রতিদিন উপযোগপূর্বক ভাবনা করার জিনিস। এইটুকু পাঠে সমস্ত শাস্ত্রের সার এসে যায়।)

ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত বাংলা পুস্তকসমূহ

১. আত্ম-সাক্ষাৎকার
২. এডজাস্ট এভরিহোয়্যার
৩. সংঘাত পরিহার
৪. চিন্তা
৫. ক্রোধ
৬. আমি কে ?
৭. মৃত্যু
৮. ত্রিমন্ত্র
৯. দান
১০. প্রতিক্রমণ
১১. আত্মবোধ
১২. সেবা-পরোপকার
১৩. মানব ধর্ম
১৪. ভুগছে যে তার ভুল
১৫. ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর
১৬ . যা হয়েছে তাই ন্যায়
১৭. দাদা ভগবান কে ?
১৮. জগত কর্তা কে ?
১৯ কর্মের সিদ্ধান্ত
২০. অন্তঃকরণের স্বরূপ
২১. পয়সার ব্যবহার
২২. মাতা-পিতা আর সন্তানের ব্যবহার
২৩. স্বামী-স্ত্রীর দিব্য ব্যবহার
২৪. পাপ-পুণ্য
২৫. অহিংসা
২৬. প্রেম
২৭. বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামী

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে।
* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি, গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তকসমূহ

1. Self Realization
২ . Tri Mantra
3. Noble Use of Money
4. Pratikraman (Full Version)
5. Truth and Untruth
6. Generation Gap
7. Science of Money
8. Non-Violence
9. Avoid Clashes
10. Warries
12. Who am I
14. Anger
15. Adjust Everywhere
16. Aptavani -1,2,4,5,6,8,9 and 14(P-1,2)
17. Harmony in Marriage
18. The Practice of Huminity
19. Life Without Conflict
20. Death : Before, During and After
21. Spirituality in Speech
22. The Flowless Vision
23. Shri Simandhar Swami
24. The Science of Karma
25. Brahmacharya : Celibacy
26. Fault is of the Sufferer
28. Guru and Disciple
30. The essence of religion
31. Pratikraman

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে ।
* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি,গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয় ।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমদ্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

সম্পর্ক সূত্র

দাদা ভগবান পরিবার

অড়ালজ : ত্রিমন্দির, সীমন্ধর সীটি, আহমদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জি.-গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯)৩৯৮৩০১০০, ৯৩২৮৬৬১১৬৬/৭৭
E-mail : info@dadabhagwan.org

মুম্বাই : ত্রিমন্দির, ঋষিবন, কাঁজুপাড়া, বোরিভলি (E)
ফোন :৯৩২৩৫২৮৯০১

দিল্লী	:	৯৮১০০৯৮৫৬৪	বেঙ্গলুরু	:	৯৫৯০৯৭৯০৯৯
কোলকাতা	:	৯৮৩০০৮০৮২০	হায়দ্রাবাদ	:	৯৮৮৫০৫৮৭৭১
চেন্নাই	:	৭২০০৭৪০০০০	পুনে	:	৭২১৮৪৭৩৪৬৮
জয়পুর	:	৮৮৯০৩৫৭৯৯০	জলন্ধর	:	৯৮১৪০৬৩০৪৩
ভোপাল	:	৬৩৫৪৬০২৩৯৯	চন্ডীগড়	:	৯৭৮০৭৩২২৩৭
ইন্দৌর	:	৬৩৫৪৬০২৪০০	কানপুর	:	৯৪৫২৫২৫৯৮১
রায়পুর	:	৯৩২৯৬৪৪৪৩৩	সাঙ্গলী	:	৯৪২৩৮৭০৭৯৮
পাটনা	:	৭৩৫২৭২৩১৩২	ভুবনেশ্বর	:	৮৭৬৩০৭৩১১১
অমরাবতী	:	৯৪২২৯১৫০৬৪	বারাণসী	:	৯৭৯৫২২৮৫৪১

U. S. A : **DBVI Tel.** +1 877-505-DADA (3232)
Email : info@us.dadabhagwan.org

U.K. : +44 330-111-DADA (3232)

Kenya : +254 722 722 063

UAE : +971 557316937

Dubai :` +971 5013644530

Australia : +61 421127947

New Zealand : + 64 21 0376434

Singapore : +65 81129229

Website : www.dadabhagwan.org

শুদ্ধ প্রেম স্বরূপ সে ই পরমাত্মা !

জ্ঞানী পুরুষ' এর শুদ্ধ প্রেম যা এমন অনাবৃত দেখা যায়, সে ই পরমাত্মা। পরমাত্মা, ও অন্য কোন জিনিস ই না। শুদ্ধ প্রেম যা বাড়ে না, কমে না, এক সমান ই থাকে, তার নাম পরমাত্মা, অনাবৃত-উন্মুক্ত পরমাত্মা ! আর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম পরমাত্মা, ও বুঝতে সময় লাগে। সেইজন্য পরমাত্মা বাইরে খুঁজতে যেতে হবে না। বাইরে তো আসক্তি সব।

-দাদাশ্রী

dadabhagwan.org

Printed in India

Price ₹ 50